শৈশব কুসুম।

প্রথম ভাগ।

উৎসাহসম্পন্নমদীর্ঘসূত্রম্
ক্রিয়াবিধিজ্ঞং ব্যসনেষ্বসক্তম্।
শূরং কৃতজ্ঞং দৃঢ়সৌহৃদঞ্চ
লক্ষ্মী স্বয়ং যাতি নিবাসহেতোঃ।।

হিতোপদেশঃ

প্রথম সংস্করণ।

জয়নগর, মতিলালপাড়া-পুস্তকালয় হইতে প্রকাশিত।

কলিকাতা।

ব্যবসায়ী যন্ত্রে

শ্রী অমৃতলাল ঘোষ্ দ্বারা মুদ্রিত।

১৮৮৪।

উৎসর্গ পত্র।

শ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুক্ত হরানন্দ ভট্টাচার্য্য।

দেব!

সুশিক্ষার মিঠা জলে পরম যতনে
যে বীজ রোপিয়াছিলে অভাগার মনে;
অমোঘ সে চারু বীজে যে তরু সঞ্জাত,
এবে তাহা কুসুমিত হেরিয়া, হে তাত!
হবে না কি তব মন হরষে মগন?
যদিও নহেক তাহা উদ্যান-শোভন
গোলাপ, মল্লিকা, জাঁতি, পলাস, কাঞ্চন,
তথাপি ও স্বরোপিত ভাবিয়া অন্তরে
সদয় কটাক্ষ কি গো, তিল আধ তরে
পড়িবে না তদুপর? পড়িবে নিশ্চয়;
গুণগ্রাহী সাধুচিত করুণা-নিলয়।
দু চারিটী ফুল তার তুলিয়া যতনে

আজ তাহা সমাদরে চরণে তোমার
অরপি কৃতার্থ আহা, চিত অভাগার !
পুণ্যভূমি এ ভারতে কে আছে পামর
পূজিতে দেবতা-পদ নহে অগ্রসর ?
ভারতে দেবতা মম তুমি মহাশয় !
কে না জানে শিক্ষাগুরু দেবতা নিশ্চয় ?
যে না জানে কৃতঘ্ন সে মূর্খ ধরাতলে ।
মনুষ্য তাহারে কোন বিবেচক বলে ?
সবিনয়ে নিবেদন করি আর বার
বড় আশে আসিয়াছি সমীপে তোমার
ঘৃণায় চরণে ঠেলি কুসুম নিকরে
দিও না দারুণাঘাত অভাগা অন্তরে ।

বিনয়াবনত

শ্রীঃ—

ভূমিকা।

নারিকেল তরু যখন প্রথম ফল প্রসব করে তখন তাহার ফল অতি ক্ষুদ্রাবয়ব হয়, ক্রমে বৎসরের পর যতই বৎসর অতীত হইতে থাকে ততই তাহারও অবয়বের পরিপুষ্টতা লক্ষিত হয় এবং কিয়ৎকালের মধ্যেই উহা পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয়। এইরূপ সকল বিষয়েরই উপক্রমণিকা অসম্পূর্ণ—কাল সহকারে সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। শৈশবকুসুম আমার লেখার উপক্রমণিকা সুতরাং ইহাতেও যে সেইরূপ অসম্পূর্ণতা দৃষ্ট হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? বর্ণগত, শব্দগত, ভাবগত, এবং রসগত সকল প্রকার দোষই ইহাতে একাধারে থাকা অসম্ভব নহে।

এখানে জিজ্ঞাস্য এই যদি তাহাই হইল তবে এরূপ ভ্রম-পরিপূর্ণ বিষয় সাধারণ সমীপে প্রকাশ করিয়া হাস্যাস্পদ হইতে এত চেষ্টা কেন? যাহা ভ্রমে পরিপূর্ণ তাহা কাহারও সমীপে আদরণীয় হয় না—কেহই তাহা গ্রহণ করে না। এরূপ বিষয় সাধারণের সমীপে

প্রকাশ করিতে চেষ্টা করা বাতুলের কর্ম্ম। কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে অসদ্‌বস্তুই সদ্বস্তুর পরিচায়কঃ—কৃষ্ণ জমী শ্বেত বর্ণের বিন্দুর গৌরব বৃদ্ধি করে। যদি জগতের সকল বস্তুই উৎকৃষ্ট হইত তাহা হইলে উৎকৃষ্টাপকৃষ্টের কি ইতর বিশেষ থাকিত? সকলেই অভেদে আমাদের মনে একরূপ ভাবের প্রসূতি হইত—সচ্ছন্দের মোহিনী মূর্ত্তি কদাপি মনে অনুভব করিতে পরিতাম না। সুতরাং সর্ব্বদা না হউক মধ্যে মধ্যে এক এক খানা এরূপ পুস্তক প্রকাশিত হইলে তদ্দ্বারা সমাজের আর কোন উপকার হউক আর নাই হউক, কিন্তু উৎকৃষ্ট পুস্তক সকলের রস উত্তেজিত ও তাহার প্রণয়ণ-কর্ত্তাগণের গৌরব বৃদ্ধি হয়। আমার এই পুস্তকে অন্ততঃ এ উপকারও সমাজ মধ্যে সাধিত হইবে।

সন্তরণানভিজ্ঞ ব্যক্তি "সন্তরণ না শিখিলে জলে নামিব না" বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলে সে যেমন কদাচিৎ সন্তরণ শিক্ষা করিতে পারে না সেইরূপ একবারে সম্পূর্ণতা লাভ না করিয়া সমাজে মুখ দেখাইব না এরূপ প্রতিজ্ঞা করিলে তাহারও সম্পূর্ণতা লাভের সম্ভব

কোথায় ? লোকে কথায় বলে "নিজের চক্ষে ঢেঁকী পড়িলেও তাহা দেখিতে পায় না কিন্তু পরের চক্ষের কুটাও দেখিতে পায়"। আপনার সকল দোষ সকলে দেখিতে পায় না। কখন কখন এমন হয় আমি যাহাকে গুণ বলিয়া জানি বাস্তবিক তাহা বিষম ভ্রম আবার কখন কখন এমন হয় আমি যাহাকে দোষ বলিয়া জানি তাহা দেখিয়াও দেখিতে পাই না। সমাজের সহস্র চক্ষুতে এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহা বাহির হইয়া পড়ে—পুলিষের চক্ষে চোর কতক্ষণ লুকাইয়া থাকিতে পারে ? দোষ ধরা পড়িলে তাহা সংশোধন করাও সহজ হইয়া পড়ে। অতএব উন্নতি লাভেচ্ছু জনগণের পক্ষে উপহাসাস্পদ হইবার ভয়ে সুঙ্কুচিত হইয়া থাকা সম্পূর্ণ যুক্তি বিরুদ্ধ।

যেমন স্বর্ণ যতবার অনলে দগ্ধ হয় ততই তাহার ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি হয় সেইরূপ সুলেখক, যথার্থবাদী, পক্ষপাতশূন্য সমালোচকগণের সমালোচনা রূপ অনলে ভাষারও শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদিত হয়। তাঁহাদের সুদৃষ্টিপাতে যে আমার বহুল উপকার সাধিত হইবে, ও চিত্ত মার্জ্জিত হইবে তাহা কে না স্বীকার করিবে ? আবার

উপরোক্ত সমালোচকগণ যেমন সমাজের ভূষণ স্বরূপ আত্মাভিমানী, পক্ষপাতী, নীচান্তঃকরণ সমালোচক-গণ ঃ—যাহারা গ্রন্থকারদিগকে তাহাদের ক্রীড়ার সামগ্রী ও তাঁহাদের লেখাকে রহস্যের বিষয় মনে করিয়া তৎপ্রতি অযথা ব্যবহার পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে নিরুৎসাহ করিতে চেষ্টা করেন তাঁহারা সেইরূপ সমাজের বিষম শত্রু। তাঁহাদের দ্বারা তিলমাত্র জগতের উপকার হয় না কিন্তু অপকার পদে পদে হয়। তাঁহাদিগকে আমি গরলাধার ফণি, সুন্দরবনের ব্যাঘ্র ও আমেরিকার জাগুয়ার অপেক্ষাও অধিক ভয় করি। তাঁহাদের নিকট সবিনয় নিবেদন এই যেন তাঁহারা ক্ষুদ্র মশককে সংহার করিবার জন্য তাঁহাদের ভীষণ বজ্রাস্ত্র নিক্ষেপ না করেন।

শৈশব কুসুম প্রচারের আর ও এক উদ্দেশ্য আছে। যৎকালে আমি মজীলপুর গবর্ণমেণ্ট বঙ্গ-বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীতে শিক্ষা লাভ করি সেই সময় তদানীন্তন পুজ্যপাদ সুবিজ্ঞ প্রধান শিক্ষক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের উপযুক্ত পুত্র মান্য-বর শ্রীযুক্ত বাবু শিবনাথ শাস্ত্রী দৈবক্রমে এক দিন বিদ্যা-

লয় পরিদর্শন বা জনকের সহিত সাক্ষ্যাৎ করিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইয়া ছিলেন তিনি স্বেচ্ছাক্রমে বা অনুরুদ্ধ হইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর বালক দিগকে পরীক্ষার্থ এক প্রবন্ধ লিখিতে দেন এবং বালকগণের উৎসাহ বর্দ্ধনের জন্য পরীক্ষোত্তীর্ণ সর্ব্বপ্রথম বালককে এক-খানি স্বরচিত " নির্ব্বাসিতের বিলাপ " পুরস্কার দিবেন অঙ্গীকার করেন। সুখ দুঃখের অংশভাগী, বাল্যক্রীড়ার সহচর, বিপদের বন্ধু আমার প্রিয় সুহৃৎ শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায় সেই বৎসর দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছিলেন। তিনি অঙ্কাদি নীরস শাস্ত্রে যদিও বিশেষ পারদর্শী ছিলেন না, কিন্তু পদ্য রচনায় তৎসহচরদিগের অগ্রণী ছিলেন। তিনিই উপরোক্ত পরীক্ষায় পারিতোষিকের যোগ্য হইয়াছিলেন।

যতক্ষণ স্কুলে ছিলাম ইহার বাষ্পও জানিতে পারি নাই। স্কুলের ছুটী হইলে পথে আসিতে আসিতে প্রিয়নাথের মুখে সমুদায় বিবরণ শুনিলাম, শুনিয়া মানব-স্বভাব-সুলভ ঈর্ষা মনে উদয় হইল—শিবনাথ বাবুর নিকট বারান্তরে পারিতোষিক স্বরূপ তদ্রচিত "নির্ব্বাসিতের বিলাপ" লাভ করিবার ইচ্ছা বলবতী হইল।

প্রতিজ্ঞা করিলাম যে রূপে পারি প্রিয়নাথকে অতিক্রম করিতে—তাঁহা অপেক্ষাও ভাল পদ্য রচনা করিতে শিখিব। কিরূপে পদ্য লিখিতে পারা যায় দিবানিশি সেই চেষ্টা হইল—সেই চেষ্টায় মাথা ঘুরিয়া গেল। সাহিত্য শাস্ত্রের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি পড়িল। ক্রমে অক্ষর গণিয়া কষ্টেসৃষ্টে দুই এক কলম লিখিতেও শিখিলাম—কাব্যশাস্ত্রের বর্ণপরিচয় হইল। কিন্তু শিবনাথ বাবু কোথায়? তাঁহাকে আর দেখিতে পাইলম না; আমার লেখা ও তাঁহাকে দেখান হইল না; এবং লেখার দোষ গুণেরও কোন মীমাংসা হইল না। যদিও তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না বটে কিন্তু আশা ছাড়িতে পারিলাম না।—কখন না কখন তাঁহাকে আমার লেখা দেখাইব এই সংস্কার অন্তরমধ্যে বদ্ধমূল হইল। সেই সংস্কারবশতঃ আজ আমার উদ্ধত মন আমাকে শৈশব-কুসুম মুদ্রিত করিতে উত্তেজিত করিয়াছে। পাঠকগণ আমার এই ঔদ্ধত্য—এই ধৃষ্টতা মাপ করিবেন।

১৫ই নবেম্বর ১৮৮৪ খৃঃ অঃ।
কলিকাতা।

বিনয়াবনত
শ্রীঃ—

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	৩	সিন্দুরে	সিন্দূরে
২	৮	কান্তি	কান্তি
৩	৪	তোমাদেব !	তোমা দেব !
”	৫	পুরণ	পূরণ
”	১৬	ব্রজকুলধন	ব্রজ-কুল-ধন
”	২৩	কিহেতু	কি হেতু
৪	৬	দেবী,	দেবি !
”	১৬	সরসি	সরসী
৫	৬	সায়াহ্ণ	সায়াহ্ন
৫	১১	যেরূপ	যে রূপ
৬	৩	প্রয়াশ	প্রয়াস
”	৪	তবে	তব
”	৭	ব্যঞ্জক	ব্যঞ্জক।
”	৯	ফলেনাকি	ফলে না কি
”	১১	ফুলেযায়	ফুলে যায়
”	১২	দেবাসুর নর	দেবাসুর-নর
”	১৮	দেবতায়	দেবতায়ো
৭	৩	শ্যামল দাম	শ্যামল-দাম

„	৫	শাভী	শাভী,
„	৮	তোমার।	তোমার—
„	৯	তাদের	তাদিগে
৮	৩	হৃদয়ব্যথা	হৃদয়-ব্যথা
„	১৮	পুরিত	পূরিত
„	২১	চয়ে,	চয়ে।
৯	৪	চুরী	চুরি
„	৫	পুরিল	পূরিল
„	১৬	পুর্ণিত	পূর্ণিত
„	১৯	নভোশোভো	নভোশোভা
১০	৮	গগণ	গগন
„	১১	বন লতাচয়	বনলতাচয়
„	১৩	দ্বিজকুল	দ্বিজকুল
১১	২	সায়াহ্ন	সায়াহ্ন
„	„	সরসি	সরসী
„	৯	যেনরে	যেন রে
„	১৫	সরসি জীবন	সরসী-জীবন
১২	১	গগণ	গগন
„	„	উপর,	উপর
„	১৬	রঞ্জিয়াগগণ	রঞ্জিয়া গগন
„	১৭	সিন্দুর	সিন্দূর
„	১৮	ধুসর	ধূসর

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১২	২১	ব্রাম্মণগণ	ব্রাহ্মণগণ
১৩	২১	উজ্জল	উজ্জ্বল
”	২২	”	”
১৫	১২	রবিকরে সন্তাপ	রবিকর-সন্তাপ
২২	১১	ফাদে	ফাঁদে
”	১৯	কুতুহলে	কুতূহলে
২৪	১৬	রহস	রহস্য
২৬	৪	সিঁদুরে	সিঁদূরে
৩৩	৩	থান্ থান্	কর থান্ থান্
”	৮	সারিচালা	সারি চালা
”	১৩	যারে	যারে
”	১৬	যাদুটের	যাদু টের
৩৯	১৯	কিরে	কি রে
৪৩	৫	তন্ত্র	তন্ত্র
৪৪	৭	রণসজ্জাতবে	রণ-সজ্জা তবে
৪৬	৯	ডাকিল	ঢাকিল
৪৭	১০	বনবাসি	বনবাসী
৫২	৮	ডুবিব র	ডুবিবার
৫৩	১	স্বতেজে	“স্বতেজে
৫৯	১১	স্বরস্বতি	স্বরস্বতী

৬১	১৫	যারে	যারে
৬৪	১১	ভজন	ভজন
৭০	৩	কুআশা	কু আশা
,,	১৫	সুখ—	সুখ-
,,	১৫	সন্তোষ প্রমোদবন	সন্তোষ-প্রমোদ-বন
৭২	৩	ভুষিত	দূষিত
,,	৮	যথা	ফেলে

সূচী পত্র।

বিষয় ... ... পত্রাঙ্ক।

সংশয়

(পিত্তল-নির্ম্মিত নৃত্যগোপাল মূর্ত্তি দর্শন করিয়া) ১

সরোবর (মতিলালের দীঘি) ৫

কোকিল (যবন-পীড়িত বাঙ্গালী যুবক) ... ২৫

পাপেয়া ৬৭

ত্রিবেণী বর্ণন ৭৩

বন্ধুর পত্র ৮৬

শৈশব কুসুম।

প্রথম ভাগ

সংশয়।

সংসার বিপাকে পড়ে শ্রীনন্দ নন্দন !
নারিনু করিতে পূজা গোপাল তোমার,
ধ্বজ বজ্রাঙ্কিত, প্রিয়, সিন্দুরে মার্জ্জিত,
প্রভাতের পদ্ম সম নয়ন রঞ্জন,
ভকত-হৃদয়ানন্দ, চরণ যুগল।
কচি কচি পা-দুখানি মরি কি সুন্দর !
দুঃখেরও সময় যাহা করিলে দর্শন,
ফুলিয়া উঠয়ে চিত, রত্নাকর যথা

শশধর সমাগমে হয় প্রফুল্লিত ।
বিপদের কালে কিম্বা করিলে স্মরণ,
থাকে না বিপদ কারও, ভাস্কর উদয়ে
থাকে কি আঁধার কোথা ? পাপীর পরাণ,
যে পদ করিলে ধ্যান, নূতন জীবন,
নিরমল, সুপবিত্র, লভয়ে তৎক্ষণ ।
দূরে যায় পাপ তাপ চিত্ত মলিনতা ।
সুবর্ণ বরণ কান্তি মূরতি তোমার
যখনি পড়য়ে মনে, অমনি তখন
অন্তরের যত দুঃখ, পাপ অন্ধকার,
দূরে যায় অভাগার পাপ দেহ ত্যজি ।
তখনি স্বরগ-সুখ মরতে বসিয়া
ভুঞ্জিদেব ! কল্পনায় তব অনুগ্রহে ।
কি রূপমাধুরি তব ! দেব ঋষি গণ
সানন্দে করেন ধ্যান ; ব্রজ-বধূগণ
যে রূপের পক্ষপাতী হইয়া নিয়ত,
সহেছে গঞ্জনা কত গুরুজন কাছে ।
নাচিতে যখন তুমি বাল লীলাচ্ছলে
দিতে নরে উপদেশ, এরূপে জগৎ
নাচিতেছে দিবারাতি, নিয়ত চঞ্চল,
(চল দ্রব্যে রত সদা অবোধ মানব ;)
তখন তোমার সেই মধুর নর্ত্তন

হেরিয়া নয়নে হেন কে আছে জগতে
নাহি হয় বিমোহিত? লভয়ে সন্তোষ?
চৌদিকে গোপিনীগণ করতালি দিয়া,
নাচাইত তোমাদেব! পাগল সমান।
ভকতের অভিলাষ করিতে পূরণ,
ভকতবৎসল শিশু! তুমিও নাচিতে
রঙ্গরসে মজি হায়! মজাইয়া সবে।
কভু নট সাজ দেব! কখন নাচাও
মায়ামুগ্ধ জীবগণে, এ নৃত্য আগারে।
কবে কোন বেশ ধর কে পারে বুঝিতে?
কখন শ্যামল রূপ, কভু কৃষ্ণকায়,
স্বর্ণ বরণ কভু, জগৎ ভুলাতে।
বহুরূপী সম তুমি নব নব রূপ
ধরহ নিয়ত কেন? লীলা খেলা তরে?
যখনি যে ইচ্ছা হয় তখনি তা কর।
ইচ্ছাময় বিভু তুমি ব্রজকুল ধন।
কিন্তু নাথ! আছে মম একটি সংশয়—
দ্বাপরে অসিত মূর্ত্তি বিদিত জগতে,
লিখেছেন দ্বৈপায়ণ ঋষি কুলধন
পুরাণে, ভারতে, বেদে, যেখানে সেখানে।
গৌর বরণ তব কিহেতু হইল?
ভকত অর্চ্চিত পুষ্প রেণুকা নিচয়ে

হয়েছে কি তব রূপ সুরূপ এমন ?
হতে পারে ; কিন্তু দেখ মম মনে লয়
(সত্য মিথ্যা তুমি জান) ঐ যে ওখানে
বসিয়া অমলকান্তি, সরস্সুশোভিনী-
সরোজিনী-সমপ্রভা রাধাবিনোদিনী,
প্রকৃতি রূপিণী দেবী, তাঁরি রূপ জ্যোতি
সুরূপের প্রভা তব করেছে হরণ ।
নতুবা এ ধরাতলে কে আছে এমন
প্রবলে তোমার' পরে ? সর্ব্ব শক্তিমান,
জগৎ কারণ হরি ! করিতে হরণ
পারে কি হে শশধর খর রবি তেজ ?
হীরক হীরক হৃদে করয়ে প্রবেশ ।
সে রূপের প্রতিবিম্ব তব কালরূপ
করিয়াছে অন্তরিত তড়িৎ যেমন
মেঘের ধূসর মূর্ত্তি করে আবরিত ;
অথবা সরসি জল অসিত বরণ
ধরে যথা সরোজিনী রূপ বিমোহিনী,
উদয় অচলে যবে ভাতে দিবাকর ৮

সরোবর।

বুক ফাটে সরোবর! হেরিলে তোমারে।
তব শোচনীয় দশা করি বিলোকন,
কে আছে ধরণী মাঝে পাষাণ হৃদয়
নাহি ফেলে অশ্রু জল? স্মরি পূর্ব্বদশায়,
হে সরসি তব! নাহি করয়ে বিলাপ?
সায়াহ্ন সরোজ হেরি, প্রভাত কৌমুদী,
নিদাঘ বিশীর্ণ লতা, মহীরুহগণ,
কে না করে অনুতাপ অশ্রু বরষণ?
প্রাবৃট বারিদচয় বর্ষে অবিরল
নীররূপে অশ্রুকণা ভিজায়ে ধরণী।
যেরূপ জনক কোন, স্নেহ পরায়ণ,
ধূলী ধূসরিত দেখি তনয়া বদন,
(ধূলায় কাদায় সদা বেড়ায় বালক)
করিয়া যতন বহু, কোলে বসাইয়া,
মুছাইয়া দেন তার দেহ মলিনতা।
কৌমুদী-শোভিত-শশধর-সমপ্রভা,
সদ্‌গুণশোভিত, সদা জয়শ্রীমণ্ডিত,
পদ্মরাজ-কুলচন্দ্র শ্রীজয় নারাণ
দেখিয়া মোদের পূর্ব্ব পিতৃগণদুঃখ,
বিশুদ্ধ সলিল পানে বঞ্চিত নিয়ত,

বিতরিতে শান্তিজল, কাতর হৃদয়,
(পরদুঃখে সাধুচিত্ত কাতর সতত)
কত যে প্রয়াশ করি বহু অর্থ ব্যয়,
তবে দেহ মলিনতা কর্দ্দম মোচন
করাইল সরসি গো ! হয় কি স্মরণ ?
মাহাত্ম্য স্বভাব দত্ত, ঐশিক রতন ।
নহেক উৎপত্তি স্থান মাহাত্ম্য ব্যঞ্জক
কঠিন পাষাণময় পর্ব্বত উপরে,
ফলেনাকি সুরসাল রসনা রঞ্জন
কদলি, পনশ, বেল, রসাল মধুর ?
প্রভৃতি বিটপীচয় ? ফলে ফুলেসার
অখিল জগৎমুগ্ধ দেবাসুর নর ?
নীচ বংশে পোদকুলে জনম তাহার ।
অস্পৃশ্য তাহার জল ঘৃণিত সবার ।
যে তাহার জলপান করে এক বার
সমাজে তাহারে নাহি করয়ে গ্রহণ ;
কিন্তু দেখ প্রকারেতে কায়স্থ ব্রাহ্মণ
দেবতার সুখ সেব্য হ'ল তার জল ।
নির্ম্মল সঙ্কল্প যার মনের ভিতরে,
কিছুতেই পিছু পাদ হয় না সে জন ।
খেলিতে বাসনা যদি থাকে বালকের
কাণ বরাটকও হয় ক্রীড়ার সাধন ।

শৈশব কুসুম।

পাষাণ পীড়িত বক্ষ, কয়েদী সমান,
গুরুতর অপরাধে, আছিলে সরসি !
দুর্ভেদ্য শাম্বল দাম, সুদীর্ঘ সঞ্জাত,
আছিল তোমার বক্ষে। ছাগমেষ আদি
পুঙ্গব, বলদ, গাভী যাহার উপরে,
অনায়াসে বিচরণ করিত সতত,
নধর তৃণের আশে, ক্ষুধিত অন্তর।
নিশ্বাস ফেলিতে পথ ছিলনা তোমার।
মৃত প্রায় হয়ে তবু পুষেছ তাদের।
মরণে জীবনে সদা হিত অভিলাষী
সাধুগণ জগতের। তাই কি সরসি !
এই ছলে উপদেশ করিতে প্রদান ?
বটে বটে ছিল হেথা কায়স্থ, ব্রাহ্মণ,
সুজাত ধনাঢ্য বহু। মতিলালগণ,
যাহাদের যশ রূপ শশধরকরে
দিগন্ত ব্যাপিত ছিল, প্রফুল্ল ধরণী।
ভ্রান্তি রাহুগ্রাসে হায় ! তখনও তাদের
অতুল ঐশ্বর্য্য রাজি করেনি গমন।
কাল স্রোত সমানীত উপলে তখনও
হয় নাই প্রস্রবণ নিরুদ্ধ দুয়ার।
ছিল বটে এ সময়, পারিলে পারিত
বিনাশিতে তব দুঃখ হে সর সুন্দরি !

কিন্তু বল কয় জন আছে এ জগতে,
কাঁদে যাহাদের মন পর দুঃখ তরে ?
দুঃখীর হৃদয় ব্যাথা কে বুঝিতে পারে
সদাশয় সাধু বিনা ? নিস্বার্থ নিরত ?
স্বার্থ পর নর জাতি অল্প সুখে রত।
দেখিয়া পরের দুঃখ ফিরিয়া না চায়।
অপিচ তাদের ইথে ছিলনা অলাভ।
যে উদর করে সর্ব্ব শরীর পোষণ
কোন জন সে উদরে শুকাইতে চায় ?
কোন জন সে উদর মলপূর্ণ করি,
শরীরসুস্থতা লাভে অভিলাষ করে ?
শোণিতে গরল মাখি কোন মূঢ় বল
ধরিতে বাসনা করে কুশলে জীবন ?
তব জল সর্ব্ব জীব জীবন কারণ।
তব দুঃখ জীব দুঃখ করিতে মোচন,
জীবন মরণে তব জীবে মরে যারা,
দিলেন সরসি ! তিনি করিতে উদ্ধার
মলময় পঙ্করাশি, দুর্গন্ধ পুরিত,
অকাতরে ধন রাশি। জলদ যেমন
আষাঢ়ে সলিল ধারা করয়ে প্রদান
নিদাঘ বিশুষ্কপ্রায় তরুলতা চয়ে,
কিন্তু নর নিজ দোষে মজয়ে আপনি ;

আঘাতয়ে স্বীয় পদে স্বহস্তে কুঠার।
যার করে ধন রাশি করিল অর্পণ,
সরসি গো! জানি তব হিতাশী, স্বজন,
চুরী করি অর্থরাশি সেই দুরাচার
পুরিল ভাণ্ডার নিজ, অধম, পামর,
বকধর্ম্মী, খলমতি, বিশ্বাসঘাতক।
রক্ষক ভক্ষক হবে কে জানিত হায়!
আপনার মত লোক দেখে সকলেরে।
অসাধু অসাধু সম, সাধু সাধু যথা।
নতুবা কে বল কোথা জানিয়া শুনিয়া
ডাইনের করে করে পুত্র সমর্পণ?
যা হ'ল সরসি! তব সুমতে উদ্ধার।
যা হবার হ'ল তাহা। কে করিবে আন
বিধির বিধান যাহা, ধরণী মণ্ডলে?
তথাপি তোমার সেই রূপ মনোহর,
পূর্ণিত বরষা জলে, হেরিলে নয়নে,
কার না শরীরে হ'ত পুলক সঞ্চার?
বরষার অবসানে বারিদবিহীন
নিরমল নভোশোভা করি বিলোকন,
কার না অন্তর হয় আনন্দে মগন?
চতুষ্কোণ সরোবর। কেরারি করিয়া
চারিদিকে পাড় বাঁধা; শোভে তদুপর

নধর ঘাসের চটি, জল সীমান্তক।
মধ্য ভাগে সুনির্ম্মল সলিল নিচয়,
রাজিত সুন্দর কাচফলক সমান।
যেন রে প্রকৃতি সতী বসিয়া বিরলে,
হেরিতে স্বকীয় শোভা সুচারু, সুন্দর,
গড়েছে আরসী খানি, মনের মতন,
সবুজ ফ্রেমের মাঝে স্থাপিয়া যতনে।
অসংখ্য তারকা-রাজি-খচিত-গগণ,
অমা রজনীর শোভা, শারদ চন্দ্রিমা,
চঞ্চল বারিদ খণ্ড, পবন চালিত,
তীর শোভা তরুরাজি, বন লতাচয়,
প্রভাত অরুণকান্তি, মধ্যাহ্ন ভাস্কর,
বাতাশ্রয়ী দ্বিজকুল বিবিধ জাতীয়,
যথাকালে ইহাদের প্রতিবিম্ব চয়,
দিবসে, নিশীথে কিম্বা প্রাবৃটে, নিদাঘে,
শরদে, হেমন্তে, শীতে অথবা বসন্তে
ফলিত তাহাতে, আহা কিবা মনোহর!
মৃদুল পবনে যবে তরঙ্গ উঠিত,
কাঁপিত তাহার মাঝে সে ছবি নিচয়।
বোধ হত যেন তারা ক্রীড়া করিবারে
পশিত সলিল মাঝে। বাদাম প্রভৃতি
রসাল, পনশ, বেল বিটপী নিচয়,

নতশাখ ফলভরে দুলিত কেমন।
সরসি হৃদয়ে সদা সায়াহ্ণ পবনে।
তাহাদের মাঝে মাঝে কুসুম নিচয়,
ঈষৎ অদৃশ্য ভাবে, পাতার ভিতরে,
(আধঘোমটায় ঢাকা কুল ললনার
বদনকমল যথা গবাক্ষের পথে)
বিরলে বদন প্রভা করি বিকাশিত,
চৌদিকে মধুর বাস করিত বিস্তার।
যেনরে রত্নাবলী স্থরভি মাখিয়া,
উচ্চ তরু শিরদেশ করিত আশ্রয়,
বিমোহিতে পান্থগণে তাপিত পরাণ।
সমীরণসহযোগপ্রসূত স্থন্দর,
শন্ শন্ রবে যেন করিত আহ্বান,
(তরুচয় ভাগ্যদোষে বাক্‌শক্তি হীন)
লভিতে আরাম তথা ; সরসি জীবনে,
মিছরির পানা সম মধুর শীতল,
করিতে পিপাসা শান্তি ; অথবা তাহার
সাধুর জীবন সম পবিত্র জীবনে
স্নান করি জুড়াইতে তাপিত শরীর।

আহা সে বাদাম তরু ! সরসি তোমার
আজীবন বন্ধু যেই ; বিস্তীর্ণ, বিশাল
এক এক শাখা যার চক্ষোর সমান

পরশিত মেঘ যেন গগণ উপর,
রোধিবারে পথ তার মস্তক তুলিয়া,
হনুমান পথ রোধী মৈনাকের প্রায়।
কি সাধ্য যাইবে সেই তোমাকে লঙ্ঘিয়া ?
ছড়ি ছড়ি ফুল যার রজত প্রতিমা,
ফুটিয়া বসন্ত কালে, তুহিনমণ্ডিত-
হিমাচল-শির-শোভা করিত বিধান,
দিগন্তবিক্ষিপ্ত যার মধুর সৌরভে-
প্রমত্ত ভ্রমর কুল, পদ্মবন ছাড়ি,
আসিত ঝঙ্কার করি, মধুর সুতানে,
পাপাশয় দস্যুপ্রায়, লুঠিতে বাসনা
পরিমল ধনতার। নিদাঘে যখন
পাকিত সুফল তার, মধুর, সুস্বাদ,
আসিত বাদুড়গণ, নিশাচর পাখী।
যখন তপন দেব পশ্চিম অচলে
বসিতেন ধীরে ধীরে রশ্মিরাশগণ
লোহিত জলদ জালে, সিন্দুর সমান,
শ্যামলী, ধুসর বাসে ঝাঁপিয়া বদন,
আসিতেন ধরাধামে সানন্দ হৃদয়।
প্রখর নিদাঘ তেজে সেবাক্ত শরীর,
আসিত রাখালগণ সায়াহ্ন পবন
সেবিতে, সে তরুতলে, জুড়াতে জীবন।

নাবালক শিশু আমি জনকের সনে
যেতাম পরমানন্দে করে ধরি তাঁর
যে সময় সরসি গো! তব তীর দেশে;
ছেলে ভুলাবার ছলে যে তরু সতত
প্রদানিত ফল তার প্রসন্নহৃদয়—
জল স্থল বাঁধা ঘাটে ঢুপ ঢাপ করি
পড়িত অমিয় ধারা বরষি শ্রবণে।
কভুবা বাদুড়গণ, কপট হৃদয়,
উপহাস করিবারে আমাদের সনে,
চিবায়ে ফেলিত চিব্ জলে কভু স্থলে।
আমরা, বালক সুবে, ছুটাছুটী করি
যাইতাম কুড়াইতে বাদাম ভাবিয়া;
কিন্তু যবে ফল লাভে হ'তাম বিফল,
ক্রোধে গালাগালি কত দিতাম তাদিগে!
কত যে করেছি ক্রীড়া যেই তরুতলে,
জনকের ক্রোড়সম সুখের আলয়,
স্মরিলে সে সব কথা পরাণ এখন
ধড়্ফড়্ করে কাটা ছাগলের মত!
যে তরুর প্রেমময় মূরতি সুন্দর
ফলিত কেমন সর! তোমার হৃদয়ে,
কাচসম নিরমল, মস্থণ, উজ্জল
সাধ্বী রমণীর চিত উজ্জল যেমন।

জীবন তোমার করি যে তরু আশ্রয়
আছিল শীতল সদা বরফ সমান—
নিদাঘের খর করে হতনা তাপিত।
পরন্তু হিমানী কালে, যবে দিবাকর
করিতেন গতি আহা! উত্তর অয়ন,
করিত না যেই তরু স্নানার্থীগণেরে
সুখদ রবির করে বঞ্চিত কথন।
আজি সে তরুর দশা, তোমার সমান,
স্মরিলে বিদীর্ণ হয় অভাগা হৃদয়
বিদরে পাষাণ যথা অনল মিলনে।
ভীম প্রভঞ্জন বলে সে তরু এখন
হইয়াছে স্কন্ধ সার; শমন পীড়িত
শত পুত্রে পুত্রবান্ নিঃসন্তান যথা।
সুবিশাল শাখা-পুঞ্জ কালের দশনে
হইয়াছে চূর্ণীকৃত রেণুর সমান—
অনলের সেবা করি লভেছে বিরাম;
দিবা অবসানে যথা মহা ঋষিগণ
হুতাশনে করি সুখে আহুতি প্রদান
লভিতেন সুবিশ্রাম, অথবা যেমতি
বীরগণ মহাহবে, বারুদ অনলে,
লভয়ে বিরাম আহা চিরদিন তরে!
আর সেই বটতরু তব তীরদেশে!

দিত যে অতুল শোভা, নয়নরঞ্জন,
সোম শুক্র সমাগত অতিথি সকলে,
পালিত যে নিরবধি আশ্রয় প্রদানে
আতিথেয় গৃহী সম; ফলিত যখন
সুবসন্ত কালে, কিবা শোভিত সুন্দর,
প্রবালের বৃক্ষ সম, অহো চমৎকার!
নশ্বর পল্লব যার হেমন্তনিদাঘে
হ'তনা নীরস কভু; তব বারি পানে
সরস হৃদয়ে সদা যাপিত সময়;
বরুণ আলয়ে কোথা নিদাঘ যাতনা?
মরে কি অমৃত পানে মরতনু কভু?
শর সম রবিকরেসন্তাপ নাশিতে
অভেদ্য অয়সময় বর্ম্ম রূপধরি,
ছায়া দানে পাতা যার করিত শীতল
দূরাগত নিরাশ্রয় কাতর পথিকে।
গভীর নিশিতে যবে নীরব অবনী
সরসি লো! তব বক্ষে জলচরগণ
আনন্দে করিত ক্রীড়া, গুপ্ গাপ্ করে।
আমিও তাদের মত কত দিন হায়,
—জননীর কোলে শিশু খেলায় যেমন—
সহচরগণ সনে, স্নানের সময়,
সুখের শৈশব কাল করেছি যাপন।

অঙ্গুলি প্রয়োগ করি শ্রবণ যুগলে
ডুব দিয়া থাকিতাম সলিল ভিতর ;
কি আনন্দ হ'ত, যবে প্রাবৃট সময়,
ঝম্ ঝম্ রবে আহা, জলধরগণ
মুষলের ধারে জল করিত বর্ষণ !
বাসনা হইত মনে ডুবিয়া থাকিব
যতক্ষণ এই ভাবে হবে বৃষ্টিপাত ।
কিন্তু হায় ! কতক্ষণ না হ'তে অতীত
হাঁপাইয়া উঠিতাম ভাসিয়া উপরে ;
মনের বাসনা হত মনেতেই লয় ।
কোথায় সে শোভা আজি সরসি তোমার !
যখন ব্রাহ্মণগণ স্বধর্ম্ম নিরত
কালাচাঁদ, গোপীনাথ ঋষির সমান,
সরল, পবিত্র চিত, সাধু, সদাশয়,
যোগে যাগে রতমন, সন্ধ্যাপরায়ণ
তোমার পবিত্র জলে বসে সারি সারি,
স্নানাহ্নিক সমাপিয়া, করিত তর্পণ
পিতৃগণ পূতআত্মা তুষিতে যতনে ;
যখন ধবলকেশা সই ঠাকুরাণী,
(সই সই বলি মোরা ডাকিতাম তাঁকে)
জগতের হিত তরে সদা ক্লান্তমন,
করিতেন গঙ্গাধরে, তোমার স্বামিরে,

পূজা সদা গালবাদ্য, কুসুম চন্দনে,
ধূপ দীপে, গন্ধামোদে মাতায়ে জগৎ ;
যখন, যামিনী যোগে, রজনীরঞ্জন
আলোকিয়া দশ দিক, তোমার হৃদয়ে
শোভিতেন শত খণ্ডে তরঙ্গ মাঝারে—
যেন রতনের হার উরসে তোমার
শোভিত নয়ন মন করি পুলকিত।
সাধুগণ সমানীত শত শতদল
ভাসিত, সরসি ! তব সুনীল সলিলে
ভাসে যথা তারাচয় শারদ গগনে।
কি শোভা ধরিত যবে দশহরা দিনে
ছায়াপথ সম, আহা ! সরসি তোমার,
পরশিত ফুল মালা, পূরব-পশ্চিম ;
অথবা যখন, ভূতচতুর্দ্দশী দিনে,
ভাসাইত দীপমালা কুলবালাগণ,
কচুর পাতায় করি তোমার হৃদয়ে।
সে সুখের দিন হায় ! এখন তোমার,
অনন্ত সময় গর্ভে হয়েছে মগন,
মানবের মন সম দুরাশা সাগরে।
হায় হায় ওরে বিধি পাষাণ হৃদয় !
পরের সৌভাগ্য কিরে দেখিতে অক্ষম ?
পূর্ণ শশধরে বল রাহুর আহার

কি করে করিলে তুমি! সুখের সদন
এই সরোবরে বল কি করে মজালে!
মজিয়াছে সরোবর মজেছে সকল
তীরবাসী ছিল যারা। রম্য উপবন—
অশ্বত্থ, বাদাম, বট তরু অগণন,
করীযূথ-বিদলিত-বনশ্রী সমান,
ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে পবন তাড়নে;
আমরাও মজিয়াছি তোমার বিহনে
—স্তনদুগ্ধ দানে মাতা তনয়ে যেমন—
পুষেছিলে এতদিন জীবন প্রদানে।
কালের কুটিল চক্রে, শৈবাল মিলনে,
এখন তোমার বারি, বিষ বারি সম,
জীবনান্তকর গুণ করেছে ধারণ।

মজেছে মানবচয়, পালিত তোমার,
অকাল মরণে, আহা! করিলে স্মরণ
দুঃখে বুক ফেটে যায় নাযায় বর্ণন;
হারায়েছি কত রত্ন, কোহিনুর সম
সরসি! তোমার তীরে কি বলিব হায়!
যে সকল সঙ্গী সনে সরসি সুন্দরি!
নির্ম্মল সলিলে তব দিতাম সাঁতার;
(রাজহংসগণ যথা মানস সরসে
করে কেলি মনসুখে) প্রফুল্ল হৃদয়ে

করিতাম জলকেলি যাহাদের সনে;
যে সব রমণীগণ বসনে ঝাঁপিয়া,
মেঘাবৃত পূর্ণিমার শশধরসম,
যৌবন ফুটিত মুখ, সহজ সুন্দর,
"কলসী করিয়া কক্ষে বক্র কলেবর,"
আসিত সঙ্গিনী সনে প্রফুল্ল অন্তরে
কহিতে মনের কথা সমীপে তোমার
বিরলে মধুর স্বরে; সহাস আননে,
করিত কতই খেলা; শোভিত কেমন
ভ্রমর গুঞ্জিত ফুল্ল সরোজিনী সম
বিমল তোমারি জলে! এবে সে সকল
পাও কি দেখিতে আর? সে সৌন্দর্য্যচয়
বিলীন কালের গর্ভে; কলেরা পীড়নে
ঘরে ঘরে উঠিয়াছে শোকের ক্রন্দন।
দুরন্ত নিদাঘ কালে তপন কিরণে,
নিঃশেষিত প্রায় হয় সলিল যখন,
শৈবাল পচিয়া উঠে, শ্মশান সমান
কুবাস যাহার ছুটি মলয় পবনে
নগরের দ্বারে দ্বারে উপনীত হয়
তোমার দুঃখের কথা করিতে জ্ঞাপন,
বার্ত্তাবহ দূত সম শন্ শন্ স্বনে।
কহিত অস্ফুটে যেন:—"নাগরিকগণ!

ভ্রমে অন্ধ হয়ে বল কতদিন আর
সহিবে, সহাবে তারে এ যমযাতনা ?
হরি রোগ-শোক-তাপ-সংসারযাতনা,
এত দিন তোমাদের করিল পালন
যে সর সলিলদানে, সুধার সমান ;
কর কর কর শীঘ্র তাহার মোচন।
কলহ করিতে পার কোমর বাঁধিয়া,
ধনমদে মত্ত হয়ে উন্মত্তের প্রায়,
আত্মীয় স্বজন সনে, পালনীয় যারা ;
রাঁড়ে, ভাঁড়ে, গাঁজাগুলিচণ্ডু সুরাপানে,
রাশি রাশি অর্থ ব্যয় করিয়া সতত
যাইতেছে যমালয়ে, তাও প্রাণে সয় !
রাশি রাশি অর্থব্যয় পারহ করিতে
আদালতে অকাতরে ; কিন্তু কপর্দ্দক
সাধারণ হিত তরে করিতে প্রদান
কেন বল কর নাহি হয় অগ্রসর ?"

হায় হায় কোথা এবে সরল, সুন্দর,
সরোবর, তব সেই পূর্ব্ব সুতগণ ?
স্বহস্তে কোদালী ধরি যাহারা তোমার
জীবনের পবিত্রতা অনেক যতনে
রক্ষা করেছিল বাঁধি বাঁধ উচ্চতর।
চল্লিশে প্রলয় ঝড়ে ধরণী যখন

গিয়াছিল রসাতলে শ্রীভ্রষ্ট হইয়া;
ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল লবণ সলিল:
খানা, ডোবা, মাঠ, ঘাঠ, তড়াগ, সলিল
হয়েছিল লবণাক্ত, অসাধু মিলনে
সাধুর হৃদয় যথা হয় কলুষিত।
কোথায় সরসি তব সে সুখ এখন!
কোথা তব মহাভাগ সেই স্বত্তগণ,
ঋষি সম সত্যব্রত, সাধু সদাশয়;
অদ্ভুত ধরমালোকে যাদের হৃদয়
উদ্ভাসিত ছিল সদা; প্রফুল্ল অন্তর,
দরিদ্রের পিতা মাতা, দয়ার সাগর,
ক্ষমাশীল, ধৈর্য্যশীল ধরণী সমান,
নাছিল কুণ্ঠিতপ্রাণ দেশহিতে কভু।
কোথা তব তীরগত রম্য উপবন!
হেরিয়া যাহার শোভা জুড়াত জীবন;
কামিনী কুসুম তরু, করবী সুন্দর
রজত সমান বিভা অতি মনোহর,
ছেলে বেলা সাজি ভ'রে, দেব আরাধনে,
আনন্দে যেতাম যেথা কুসুম চয়নে;
যেখানে ভ্রমর কুল গুণ গুণ স্বরে
ঢালিত অমৃত ধারা করণ কুহরে;
এক দিন যেই খানে, ভ্রমর দংশনে,

কত যে কেঁদেছি তাহা আছে কি স্মরণে ?
কোথা সেই দিন! যবে জেলিয়া সকল
ধরিত, সরসি তব আলোড়িয়া জল,
জীবন পরাণ কত মীন অগণন,
করাবারে কাজ কর্ম্মে ব্রাহ্মণ ভোজন।
কাঁদিতে সরসি তোমা দেখেছি বিরলে ;
কলুষিত হতো জল সে রোদন ছলে।
কত লোক জড় হতো সর তব তীরে!
দাঁড়াইত চারিদিকে সবে তোমা ঘিরে।
বাধিত তুমুল রণ জলের ভিতর :
ফাদে পড়ি মীনচয়, কাতর অন্তরে,
হুড়মুড় করে বেগে লাফায়ে পড়িত ;
খণ্ড খণ্ড করে জাল ছিঁড়িয়া ফেলিত।
অত বড় মাছ আর সুস্বাদ অমন!
দেখেছি খেয়েছি বহু নহেক তেমন।
কোথা তব সেই দিন! যবে দ্বিজগণ
সন্ধ্যাকালে মৃদুবায়ু করিত সেবন ;
পুরাতন বাঁধা ঘাটে বসিয়া সকলে,
সারিত সায়াহ্নকৃত্য মহা কুতুহলে ;
মধ্যাহ্ন তপন সম, তেজস্বী শরীর
উজ্জলিত তব ঘাট, সর তব তীর ?
এবে সে সকল হায়, স্বপন সমান!

হয়েছে গৌরবসূর্য্য এবে অন্তর্ধান।
ঘেরিয়াছে চারিদিকে নিবিড় কানন :
চিতাগাছ লতাচয় জন্মেছে এখন।
সেই বাঁধা ঘাটে এবে, বুক ফেটে যায়,
মূর্ত্তিমান লম্পটতা ফেরে পায় পায়।
নাহি সেই চারিতীর সরল তেমন ;
নরহৃদি কুটীলতা করেছে ধারণ।
বাদামের তলগত গিরিশ মন্দির,
পতিত বাদাম ডালে, হইয়াছে স্থির।
য়ার ছায়াশ্রমে সেই কাটাইত কাল
ঘটাইল তারই ডাল তাহারে জঞ্জাল ;
উপস্থিত যবে হয় বিপদ সময়
হিতকারী জনও হয় ভীতির আলয়।

নাহি সে গঙ্গার ঘর যেখানে সকলে
করিতেন বাস আসি গঙ্গাযাত্রা ছলে।
কালের জঠরে সব হয়েছে চূর্ণিত,
এবে তব তীরে গেলে চিত হয় ভীত।
পড়েছ এবারে দেবি ! বিষম বিপদে !
তোমার মালিক যারা যক্ষের সম্পদে
হইয়াছে মালিকান ; নাহিক উপায় ;
কড়াকড়ি দিতে গেলে প্রাণ বাহিরায় ;
তাহাতে অনেকস্বামি সে হেতু তোমার

হবে না সরসি কভু সহজে উদ্ধার।
কোথা হে অনাথ বন্ধু, পতিত পাবন!
হবে নাকি বল নাথ সরসী মোচন?
যে করিল এতদিন, স্বকীয় জীবনে,
পালন, সরল চিতে, তব সুতগণে;
দারুণ পিপাসানলে, জীবজন্তুগণে
বাঁচালে যে এত দিন, স্বজীবন পণে;
এই কি তাহার ফল হ'ল দয়াময়?
সুকার্য্যে করিল যেই জীবন সংশয়
দারুণ কুজ্ঝিকাজালে ঢাকিয়া বদন,
কেন তার পবিত্রতা করিছ হরণ?
কর কর কর নাথ তারে পরিত্রাণ।
মাহাত্ম্য সংগীত তব, পূরিয়া সুতান,
গাইল যে এতদিন কোকিল বদনে,
কেন তারে নাহি চাও করুণা নয়নে?
অথবা রহস তব বুঝিব কেমনে
মঙ্গল নিদান কর আছে যাহা মনে।

কোকিল ।

পূর্বার্দ্ধ ।

প্রথম স্তর ।

ধীরে ধীরে অস্তাচলে মলিন বদন
প্রেয়সী যামিনী পাশে লভিছে বিদায়
শশধর, পাণ্ডুবর্ণ বিরহে কাতর ;
শিহরিল কলেবর, ঝরিল নয়ন,—
শত শত অশ্রুবিন্দু তৃণশীর্ষ দেশে,
আরক্ত গোত্রজে বনে বিটপী পাতায় ।
নলিনী কচুর পাতে শিশির সলিলে
ফলিতেছে প্রতিবিম্ব অহো চমৎকার
শশাঙ্কের ! কুমুদ সরসীনীরে
অনিবার ঢুলিতেছে, অবসাদ হ'য়ে
কাঁপিছে তাহার মাঝে । বুঝি এই ছলে
কহিতেছে যামিনীরে—প্রাণ আমার
শতধা বিভিন্ন হায় ! বিরহ কুঠারে !
ইন্দীবর আঁখি আহা ! মুদিল যামিনী,
বিরহে অবশ অঙ্গ, নীরব, সুস্থির ;

প্রাভাতিক সমীরণ উচ্ছ্বাসের ছলে
শ্বসিছে নিয়ত যেন কাতর হৃদয় ।
উদিল তপন দেব পূরব গগনে :—
সিঁদুরে লোহিত ছটা ছাইল অম্বর ;
মেঘময় গিরিশিরে প্রতিভা তাহার
শোভিল সুন্দর মনমোহন কারণ ;
উষার কিরীট শোভা রতন উজ্জ্বল
অর্পিল স্বকীয় তেজ দিনমণি করে ।
উষামুখী সরোজিনী বিকশিল সরে ;
হাসি রাশি যেন আহা ! উছলি পড়িছে
হেরিয়া গগনপ্রান্তে স্বীয় প্রাণনাথে ।
উড়িল ভ্রমরকুল অনম্বর পথে ;
সারানিশি জাগরণে কাতর পরাণ
নলিনী নয়ন তারা আনন্দের ভরে
ঠিক্‌রে পড়িল যেন বন্‌ বন্‌ স্বরে ;
অথবা পরাণ তার শরীর ধরিয়া
দেহ ভেদি বাহিরিয়া করিল গমন
করিবারে সম্ভাষণ প্রাণনাথে তার ।
হরিছে মন্থরগতি চতুর পবন
পরিমল ধন তার নিরাতঙ্ক মনে ।
প্রমত্ত মরালদল নিশা অবসানে
পাখা সারি অলসতা করিল অন্তর :—

পবনে নিভয় করি ঘোর কোলাহলে,
কাঁপায়ে নলিনীদল হৃদয় সহিত,
ঝপ্ ঝপ্ ঝপ্ করে সরসী সলিলে
পড়িল হরষ ভরে, লুটিবার তরে
হৃদয়ের ধন তার মৃণাল কোমল।
ডাকাত পড়িল যেন ধনদের ঘরে।
প্রভাতের ঘড়িয়াল ডাহুক ডাহুকী
শিবা শিবা-অরিচয় কে কানন গ্রামে
বাজাইল ঘোর রবে স্বভাবের ঘড়ি।
খল মন মশাগণ পথিকে গরিবে
জ্বালাইয়া সারানিশি দংশন জ্বালায়
ক্ষণেক নিরস্ত ছিল; আবার এখন
কসে জমাইয়া সুর বন্ বন্ স্বরে
প্রাভাতিক সুখ নিদ্রা ভাঙ্গিল তাদের।
দধিমুখ প্রিয়াসনে—গায়ক যুগল—
ভুমুরের ডালে বসি মুদিয়া নয়ন
ডাকিছে পরমেশ্বরে বন্যতান লয়ে;
সতত সংযত আত্মা ঋষি দম্পতীর
সরল, পবিত্র আত্মা পাখীগণ যদি
বেদ পাঠে ব্যোম যেন করিছে আকুল।
অদূরে বিটপী বটে জাহ্নবীর তীরে
(কল্পনা ভঙ্গিমতী-বিস্ময় সঙ্গিনী)

বসন্তের প্রিয় সখা কোকিল সুন্দর
গাইল মধুর কণ্ঠে সুমধুর গান।
ভূমণ্ডল সুখে মগ্ন প্রকৃতি সুস্থির—
আকাশ অবনী জল নির্ম্মল সকল।
কেবল অভাগা চিত্ত-চির-কলুষতা
নাহি ঘুচে কোন মতে—পরাণ নিয়ত
জ্বলিতেছে দিবারাতি—বাড়ব অনল
জ্বলে যথা নীল অম্বু সাগর হৃদয়ে।
যবনের অত্যাচার করিয়া স্মরণ
তিল আধ হৃদয়েতে স্বস্তি নাহি পাই—
শয়নে, স্বপনে, পানে, ভোজন সময়,
যখন তখন দেখি মানস নয়নে,
উগ্রতর ভীম মূর্ত্তি করিয়া ধারণ,
গ্রাসিতে আসিছে যেন ব্যাদিয়া বদন।
ভেবে ভেবে অনুক্ষণ পড়িল কজ্জল
নয়নের কোণে, অঙ্গ বিবর্ণ হইল।
কিবা জ্বালা, কেন জ্বলে, কিসের ভাবনা,
কেন মনে স্বস্তি নাই, কহিব কেমনে?
কব বা কাহারে কেবা করিবে শ্রবণ?
এসব অপূর্ব্ব দৃশ্য সমুখে আমার
আমি কিনা চিন্তামগ্ন। অকৃতজ্ঞ নয়!
এসব অপূর্ব্ব সৃষ্টি রচনা যাহার

তুষিতে তোমারে, শান্তি করিতে বিস্তার
মঙ্গল সাম্রাজ্যে তাঁর, বারেক তাঁহারে
মানসে করিতে চিন্তা ভার বোধ হয়?
বৃথা চিন্তা করি কেন দেহ কর ক্ষয়?
আবার কোকিল ওই ডাকিয়া উঠিল।
সুমধুর স্বর রাশি ছড়ায়ে গগনে
কিছুক্ষণ পরে পুনঃ নীরব হইল।
কেন রে কোকিল তুই আবার ডাকিলি?
এইত নীরবে ছিলি নিবিড় পাতায়
আবরিয়া নিজ দেহ অসিত বরণ;
খুলিয়া হৃদয় দ্বার সরলহৃদয়!
কি তোর মনের ভাব বল ত্বরা করি?
পাখী তুই অন্তর্য্যামী বোধ হয় মনে—
হৃদয়ের ব্যথা মম বুঝিতে পারিয়া,
তাই বুঝি সুমধুর স্বর বরষিলে,
শীতলিতে অভাগার তাপিত পরাণ।

গাও পিক তবে গাও পুনর্ব্বার
মিলাইয়া স্বর সুধার সুরসে;
জুড়াক জীবন জুড়াক আমার
মজুক অন্তর প্রেমের পরশে।

তোমার কুজন কুজনের শির
শুধু আমা বলে মর রে পিক।
কুহুস্বরে তব আছয়ে অমিয়।
কাল বর্ণ কিবা করে চিক্ চিক্।

এস এস পিক বাহিরেতে এস,
লজ্জা কি তোমার বসহে শাখায়,
কালতে তোমার কেমন সুবেশ!
কালর অমান্য কে করে ধরায়?

কাল কেশ দেখ কামিনীর বেশ;
ফুল সাজে সাজি তায় সুবরণ
ভাগ্যবলে পায় তাহার পরেশ;
জগতের মান্য অসিত নয়ন।

কাল মেঘ বিনা সাজেনা চপলা,
কাল উপলতে বিগ্রহ নির্ম্মাণ,
কালাপেড়ে ধুতি চটকে উজলা;
কালই দেখ না সবার প্রধান।

বুঝেছি কোকিল বুঝেছি তোমায়
যে দুঃখে আবরি রেখেছ দেহ;
তোমার বরণ বাঙ্গালী সবায়
স্বাধীন দশায় না রহে কেহ।

তাদের লাথেতে পেয়েছ লাজ
তাই লুকাইয়া পল্লব মাঝারে
আছ নিরিবিলি সারিতেছ কাজ
স্বভাব ছাড়িতে কে কোথা পারে?

বসহে কোকিল বাহিরে আসিয়া
বাঙ্গালীরা নয় তোমার মতন;
লজ্জা ক্রোধ যদি তাহারা সহিয়া
রহিল, তোমার কি লাজ এমন?

এক বঙ্গে পিক করহে বসতি
তাই কি তোমার লজ্জার কারণ?
নিবিড় পল্লবে সাবধানে অতি
তাই বার মাস ভাব অনুক্ষণ?

স্বাধীন খেচর বিহঙ্গ হে তুমি
যেই রাজা হোক তোমার কি তায়?
সমান দখলে থাকিবেক তুমি
তুমি কেন মর করে হায় হায়?

তিল লজ্জা যদি বাঙ্গালীর মনে
দিনেকের তরে পাইত এ স্থান,
তাহলে কি দুষ্ট দুরাত্মা যবনে
কেড়ে নিত বঙ্গ আর্য্য হিন্দুস্থান?

শুনেছি কোকিল অভাগী ভারত
সর্ব্বগুণে ছিল সবার প্রধান,
বিলাত আদি করি দেশ আছে যত
পদতলে এর পাইতনা স্থান।

এখন সে বঙ্গ এবে সে ভারত
কি দশা পেয়েছে দেখনারে পিক!
তুমিত আছহ ধরণী যাবৎ
ধিক্ বাঙ্গালীরে ধিক্ শত ধিক্।

অতি ক্ষুদ্র মশা, অতি ক্ষুদ্র মাছি,
ভীষণ বারণে ব্যাকুলিত করে;
কুড়ী কোটী নর এভারতে বাঁচি
অর্পিল জীবন বিপক্ষের করে!!!

কি হবে জীবনে কিকাজ সংসারে?
সাজ ভাই সবে হও আগুসার,
উদ্ধার স্বতেজে ভারত মাতারে,
দণ্ডেক বিলম্বে কাজ নাই আর।

বাঁধ সবে কসে কটীর বন্ধন,
আজই উদ্ধারিব ভারত আবার,
দেখিব সেরাজ বিপক্ষ কেমন,
উজলিব মুখ আজই বাঙ্গালার।

সামান্য বন্দুক সামান্য কামান,
তুচ্ছ করি ভাব আপনার প্রাণ;
বিপক্ষের শির খান খান,
যাক্‌রে মোদের চির অপমান।

দ্বিতীয় স্তর।

পিপীড়া যখন সারি দিয়া যায়,
দেখি মনে হয় ভয়ের সঞ্চার
এক পাশে রাখি সকলে পলায়,
সারিচালা দিতে সাহস না হয়।

যদি কেহ কভু না দেখি নয়নে,
অন্যমনে করে চরণে দলন,
দংশন জ্বালায় ক্ষীণ জীবীগণে
অস্থিরে তাহারে, করে জ্বালাতন :—

ক্ষেপিয়া উঠিয়া যারে কাছে পায়,
আশে পাশে কিম্বা সমীপে তাদের
প্রাণপণ করি তাহারে দংশায়,
বিষের জ্বালায় পান্ বাছুটের।

সাবাসি তাদের সাহস বিক্রম,
সিংহ ব্যাঘ্র নরে করে জ্বালাতন!

নাহি অস্ত্র শস্ত্র দুর্গ রিপুদমু,
তথাপি তাদের প্রতাপ এমন!

নাহিক বন্দুক, কামান ভীষণ,
তরবারি, তীর অশনি সমান,
ঈশ দত্ত শুধু সুতীক্ষ্ণ দশন,
একতা বিষম অস্ত্র খরসান;

এই বলে শুধু যে কার্য্য তাহারা
সাধয়ে নিয়ত, মানব কথন
পারে কি সাধিতে? দূরে যা'ক পা
ভাবিলে বোধ হয় অলীক স্বপন।

নিরস্ত্র করিছে, নির্বীর্য্য করিছে,
তবুও কাহার নাহি হয় জ্ঞান।
ধরে ধরে জাতি সবার খাইছে
তথাপি কাহারও কাঁদে না পরাণ।

কটাবা যবন আছে বাঙ্গালায়,
ভয়ে জড় সড় কিসের কারণ?
মুকিস্ যদি সে দাক্ষ সহায়,
যুদ্ধ দূরে যাক্, করিয়া দর্শন,

পলাবে কে কোথা না পাবে খুঁজিয়া
দুর্গ গিরিশিরে, কাননে, প্রান্তরে;

রাজ সিংহাসন সুখ তেয়াগিয়া,
পলাবে নবাব প্রাণ লয়ে ডরে।

দাবানল যবে উঠয়ে জ্বলিয়া,
ভীমরবে করে দহন কানন,
কোন মূঢ় বল সাহসে পশিয়া
ফুৎকারে নিবাতে করয়ে যতন?

যদিও প্রবেশে সমর অনলে
পতঙ্গের প্রায় না বুঝি বিশেষ,
ডুবাইব সবে জাহ্নবীর জলে,
যবনের নাম করিব নিঃশেষ;

কিম্বা যদি হয় বিধির কৌশলে
পরাজয়, তাহে ভয় কি বিশেষ?
না হয় নশ্বর ক্ষয়শীল পলে
ত্যজিব জীবন উদ্ধারিতে দেশ।

তা বলে কি এই দারুণ যাতনা
সহিতে হইবে? জীবিত শরীরে
নরক যাতনা সহেনা, সহেনা,
হুহুঙ্কারে ধরা কেলমায়ে চিরে।

কুরুক্ষেত্রে ভীম দারুণ সমরে
যথা বীরগণ ত্যজিয়া জীবন

করেছে শয়ন নির্ভীক অন্তরে—
মাতৃ ক্রোড়ে সবে করিব শয়ন।

গাইবে সুযশ মানব নিকরে,
থাকিবে অক্ষয় কীর্ত্তি সমুচয়,
দুরন্ত ভীষণ কালের জঠরে
যাবৎ জগৎ হবেনা বিলয়।

বিক্রমে শূকর সিংহতাকে পায়
আছয়ে বিখ্যাত প্রবাদ বিশেষে;
ব্যাঘ্র জড় সড়, ভয়েতে পলায়,
নমস্কার করি তাহারে উদ্দেশে।

বিক্রম আশ্রয় কর ভ্রাতৃগণ!
বিক্রমেতে সদা সর্ব্বত্র বিজয়;
বিক্রম বিহীনে পশুমধ্যে গণ;
বিক্রমে করহ শত্রু পরাজয়।

বাঁধ সবে কসে কটীর বন্ধন
আজই উদ্ধারিব ভারত আবার।
দেখিব সেরাজ বিপক্ষ কেমন!
উজলিব মুখ আজই বাঙ্গালার।

কিভয় হৃদয়ে কিবা ভয় আর
রাখিব সুযশ ভারত মাতার;

শৈশব কুসুম।

হয় হোক হবে মরণ সবার ;
জন্মিলে মরণ নাহি হয় কার ?

কি হবে জীবনে কি কাজ সংসারে ?
সাজ ভাই সবে হও আগুসার ;
উদ্ধারিব আজি ভারত মাতারে,
দণ্ডেক বিলম্বে কাজ নাই আর।

সামান্য বন্দুকে সামান্য কামান,
তুচ্ছ করি ভাব আপনার প্রাণ,
বিপক্ষের শির কর খান্ খান্,
যাক্ রে মোদের চির অপমান।

লও রে বিদায় জনমের মত
উদ্ধারিব আজ ভারত আবার ;
ত্যজ সুখসেব্য বস্তু আছে যত,
শোধ শোধ মাতৃস্তনদুগ্ধ ধার।

তৃতীয় স্তর।

উঠ বঙ্গবাসী দেখ কি রে আর
এই বেলা দেখ পথ আপনার।
আর কতদিন করিয়া এমন,
করিবি রে সহ্য বিপক্ষ দমন ?
দেখ্ দেখি চেয়ে ভারত মাতায়

কি দশা করেছে যত দুরাচার?
বঙ্গের সাধের স্বাধীনতা ধন,
সবার সাক্ষাতে করিছে হরণ।
বেঁচে থেকে তোরা এতেক কুমার
নারিলি করিতে তাহার উদ্ধার?
কি কাজ তোদের এছার জীবনে?
সাজ্ দেখি সবে এক সাথে রণে;
কে পারে তোদের করিবারে জয়?
কার সাধ্য করে এত ভ্রাতৃক্ষয়?
এত দিন তোরা ভেবেছিলি মনে,
মার কোলে আছি সুখের শয়নে;
মাতা যে তোদের, ক্রমে দিন, দিন,
কৃষ্ণশশী সম হতেছেন ক্ষীণ।
জেনেও এসব না দেখিস্ চক্ষে,
শুধু ঘুমাইয়া থাকিবি রে বক্ষে?
কাল-সর্পে মারে করিছে দংশন,
দেখে দয়া নাই, কঠিন জীবন!
হতেছেন মাতা ক্রমে বিবরণ,
দেখ্ দেখি চেয়ে মেলিয়া নয়ন,
স্বভাব সুন্দরী মোদের জননী,
এ ভারত ছিল সর্ব্বশিরোমণি।
এখন কি আর আছে রে সে শোভা

ছিল যাহা জগজনমনোলোভা ?
দুষ্ট দুরাচার যবন দুর্ব্বার,
করিতেছে ক্রমে সব ছার্ খার্।
মঠ, দেবালয়, মন্দির সকল,
ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দিছে রসাতল ;
আর্য্য ঋষিগণ কীর্ত্তি স্তম্ভ যত,
—বেদ, রামায়ণ, পুরাণ, ভারত,—
স্থানে স্থানে করি পর্ব্বত আকার,
পোড়াইয়া ছাই কচ্ছে অনিবার,
দেউলাদি সব করি এক এক
করিছে বিরূপ স্বচক্ষেতে দেখ্ ;
বিশ্বেশ মন্দির জগৎপূজন
মসজিদের মূর্ত্তি করেছে ধারণ ;
ধর্ম্ম, ধর্ম্মশাস্ত্র, কীর্ত্তি সুবিদিত,
ক্রমে ক্রমে সব করিছে বিকৃত ;
এইরূপে গত হলে কিছু দিন
রবেনা ভারতে হিন্দুকীর্ত্তি চিন্।
রক্ত মাংস আছে যাদের শরীরে,
এত সহ্য হয় তাহাদের কিরে ?
উঠ বঙ্গবাসী, দেখ কি রে আর,
এই বেলা সবে হও আগুসার ;
আর কত দিন করিবা এমন

করিবি রে সহ্য বিপক্ষ দলন ?
রে বঙ্গ সন্তান দেখ্ রে চক্ষে
তোদেরি শোণিতে—তোদেরই ধনে—
তোদেরি বুকেতে, বসিয়া চাপিয়া,
তোদেরি অনিষ্ট করিছে হাসিয়া ;
তোদেরি বুদ্ধিতে তোদেরি কারণে,
তোদিগে যাতনা দিতেছে এই মর্ম্মে ।
চরণে কণ্টক বিঁধিলে কাহার
কাঁটা দিয়া যথা করয়ে উদ্ধার,
তোদেরি সাহায্যে তোদেরি নিধনে,
করিছে দেখিয়া হোস্ অচেতন ?
তিল আধ নাই জাতীয় মমতা ?
গড়েছে হৃদয় বজ্রে বিধাতা ?
তোদেরি মতন কেহ কিন্তু আর
জন্মিবে না আর ধরণী মাঝার ।
এমন নির্লজ্জ, নির্ব্বোধ এমন,
হয় না হবে না তোদের মতন ।
অরণ্যের পশু ভল্লুক, শূকর,
দেখ্ দেখি চেয়ে পরাধীন কার ?
গোলামী করিতে তোরাই যেমন,
নাহিক ব্রহ্মাণ্ডে দ্বিতীয় এমন ।
তোদেরি, তালুক, তোদেরি মুলুক,

লয়ে পদ্য পরে করিতেছে সুখ ;
আর তোরা কি না ভজে কত দুখ ;
সুখের সামগ্রী কর্তেছিস, অভ্র,
খেয়ে সুখ নাই, পিপাসা বালাই,
শয্যাসনে কভু পরিচয় নাই ;
পাছে তাহাদের সুবিধারে মন
কিছু ত্রুটি হয়, সদা উচাটন।
কেন এত চিন্তা মশাই মশাই ?
চুরি করে তার খেয়েছ কি তাই ?
আর কত দিন করিয়া এমন
করিবি রে সহ্য না যায় সহন।
উঠ বঙ্গবাসী দেখ কি রে আর
এই বেলা সবে হও আগুসার।

চতুর্থ স্তর ।

এখনও কই কাহারো অন্তর
হলোনা ব্যথিত ভারতের তরে ?
নাহি কি মানব ভারত ভিতর,
মরেছে কি সব যবনের করে ?

না মরে নাই, অনেক আছাই,
মরিবে বা কেন? তাহলে কে আর

বলিবে, সহিবে "যে আজ্ঞা মশাই"
"যবনের চারু চরণপ্রহার" ?

ধিক্‌রে তোদের ধিক্ শতবার !
কি সুখের তরে রেখেছিস প্রাণ ?
রমণীঅঞ্চল করি পরিহার
ভাব্‌রে বারেক ভারতের ত্রাণ।

নর-কুল-গ্লানি আর্য্যকুলাঙ্গার
কাপুরুষ জাতি নাহিক এমন।
পড়ে মারি খাবে ভেড়ার আকার
তবু উঠিবে না লতে সে রতন ;

যে রতন পূর্ব্বে আর্য্য শিরোদেশে
শোভিত সহস্র রবির কিরণে ;
যে রত্ন লভিতে রক্ত হ্রদে ভেসে
প্রাণ দিত তারা অকুণ্ঠিত মনে ;

বীর প্রসূ এই বিখ্যাত ভারত
যে রতনাভায় দীপ্ত ধরাতলে।
করীকুম্ভভেদী কেশরী যেমত
লভে গজমুক্তা মহা কুতূহলে,

আর্য্যসুতগণ, ত্রিভুবন জিনি
ভীষণ সমরে, যে রত্ন লভিলা

পরিত গলায় জগৎ উজলি
তেজে সুরাসুর নয়ন ধাঁধিয়া।

যে রত্ন পরশে পরশ মতন,
মানবের মনে সুবর্ণ ফলিত—
তন্ত্র মন্ত্র, বেদ, ষড় দরশন,
পুরাণ, ভারত, জগতে বিদিত,

কাব্য সুধারস, নাটিকা নাটক,
ব্যাকরণ, ন্যায়, স্মৃতি, রামায়ণ।
অদ্যাপি জগৎ করে ঝক্ মক্
প্রভায় যাহার, নাহিক তুলন।

গাথা মনোহর মোহিয়া শ্রবণ,
যে রতন স্পর্শে মৃতসঞ্জীবনী,
ফুলায়ে তুলিত মৃতেরো জীবন
চরণে দলিত যেমন রে ফণি।

সেই রক্তে জন্ম সে জেতে ঔরসে,
পবিত্র সলিলা সেইত ভারতে,
কিন্তু নহে পূর্ণ সে তেজ সাহসে,
সে একতা যাহা বিখ্যাত জগতে।

তোদের অলস কুশীল জীবন
সেরূপ প্রশস্ত আছে কিরে আর,

চাপিয়া চাপিয়া হৃদয় বেদন
করিছে সঙ্কোচ হায় অনিবার ।

নাহি যদি হয় কেহ সচেতন
দুঃখিনী ভারতে করিতে উদ্ধার,
নাহি যদি করে দুঃখাশ্রু মোচন
কি ফল রে পিক করি হাহাকার ?

একাকী করিয়া রণসজ্জা ভবে
সুধীর ইংরাজে করিব সহায় ;
দলিয়া অরাতি ভীষণ আহবে
উজলিব বঙ্গ স্বাধীন প্রভায় ।

সমদুঃখভোগী না হলে কখন
নাহি বুঝে কেহ বেদনা দুঃখীর ;
নহে বহু দিন তাদেরো জীবন
দাসত্ব যাতনে হয়েছে অস্থির ।

রোমান স্যাক্সন ডেন্‌স্‌ পদানত
আছিল তাহারা নর্ম্মান্ অধীন ;
কত উপদ্রব উৎপীড়ন কত
সহেছে তাহারা কত শত দিন ।

বীরপুত্র গ্রীস তাদেরই মত
যবন-শাসন-ভীষণ অনলে

ভস্মপ্রায়, পুনঃ হয়েছে উন্নত
তাদেরি সাহায্য-সুশীতলজলে।

যবনেরা কিবা কঠিন হৃদয়
জানে রে তাহারা, অন্ধ কূপাগারে
পেয়েছে তাহারা তার পরিচয়;
অধিক জানাতে হবে না তোমারে।

প্রতিশোধ তরে হৃদয় তাদের
বিধূমিত সদা কোপহুতাশনে,
জ্বলিবে বঙ্গেতে যুদ্ধানল ফের
মিলে যদি দেশী সাহায্য পবনে।

যাওরে কোকিল যাও দূত হয়ে
যাও কলিকাতা ইংরাজশিবিরে,
বলগে তাদের সুমধুর স্বরে,
বলগে বিনয়ে ক্লাইব সুধীরে।

বিনয় বচনে সাধুর হৃদয়
গলিবে কোকিল গলিবে নিশ্চিত,
তাহাতে আবার যশ, ধন, জয়—
সোণায় সোহাগা হবে রে মিলিত।

হাঁগো মা ভারত, তুমি কি মা আর
আমাদের লক্ষ্মী হইয়া রবে?

তোমার তনয় বলিয়া আবার
তোমার কোলেতে শুইব সবে ?

এইরূপে যুবা বিষাদিত মনে
তরু তলে বসি কোকিলের সনে
কহিল কতেক কহা নাহি যায়
নীরবিলা আহা ! করি হায় হায়

কোকিল।

উত্তরার্দ্ধ।

প্রথম স্তর।

মধ্যম বসন্তকাল নিমেষ ভিতরে
ছেদ না করিতে হায় অন্ধকার পাশ
অকস্মাৎ মহা মেঘে ঢাকিল গগন ;
দ্বিগুণ আঁধারে বিশ্ব ঢাকিল আবার।
বিষাদে পূরব আশা ঝাঁপিল বদন
যেন রে বারিদাম্বরে ; দিগঙ্গনাগণ
দাঁড়াইল স্থিরভাবে, আকুল অন্তর
প্রকৃতির আকস্মিক বেশ আবর্ত্তনে।

কোথা গেল দিন দেব দেখা নাহি যায়।
বুঝিবা প্রলয় ভাবি সভয়অন্তরে
অথবা জীবের দুঃখ চখের উপর
হেরিতে অধীর দেব, সদয় হৃদয়,
গিয়াছেন বিশ্ব ছাড়ি মনের দুঃখেতে।
ঘন ঘোর প্রভঞ্জন মড় মড় মড়ে
পশিল কানন মাঝে সিংহনাদ করে;
যেন দস্যুদলপতি অতর্কিত ভাবে,
ধনদের গৃহে আসি পশিল সদলে।
চমকিল বন বাসি পশু পাখীগণ।
দুঃখীর চালের খড় গাছের পল্লব
উড়িল সবার আগে, নড়িল পশ্চাৎ
অট্টচালা ধনদের দোলার মতন।
চড়ুই বাবুই আদি নিরাশ ভাবিয়া
উড়িলা আবাস ছাড়ি, আছাড় খাইয়া
পড়িল গাছের গায়, প্রাসাদ দেয়ালে।
যেন এই ছলে সতী প্রকৃতি সুন্দরী
প্রকাশিছে মনোভাব লোক শিক্ষাতরে—
সামান্য দুর্ব্বল ক্ষুদ্র জীবের পরাণ
বিপদে সবার আগে হয় অস্থির
সবার আগেতে তাহা হারায় পরাণ।
কপোত কপোতী করি বকম্ বকম্

অৰ্দ্ধ উচ্চারিতস্বরে স্তম্ভিত হইয়া
ঘোষেদের গোশালায়ে নীরব হইল ;
বুঝি তারা নরগণে করিল সঙ্কেত
ভাবিতে উপায়, নিজ প্রাণ বাঁচাইতে
অলীক আমোদ ত্যজি ; বিপদের কালে
মূঢ় যেই কাটে কাল আমোদে মাতিয়া ।
অথবা মানব রীতি করি নিরীক্ষণ
অবাক্ হইল তারা ; "ছুটাছুটি করি
মিছাকাজে অনর্থক কাটিছে সময় ;
ধীর মনে নাহি ভাবে ত্রাণের উপায়" ।
প্রাভাতিক শঙ্খ ঘণ্টা রব ঘোরতর
শুনা নাহি যায় আর বায়ু শনশনে ;
দামামাধ্বনিত স্থানে তবলা আরাব
পারে কি প্রবল হতে, জুড়াতে শ্রবণ ?
দুর্ব্বল সতত হায়, প্রবলের দাস !
আহারের আশা করি বসেছিল বকে
মীনশিশু ধরিবারে সরোবর কূলে
উড়িল আকুল ভাবে বক ব্যোমদেশে ।
নিয়ত শঠের মন শঙ্কায় পূরিত ;
পদধ্বনি শুনে [illegible]
কি আশ্চর্য্য [illegible] ?
চক্রবাক [illegible]

পরস্পর অদর্শনে কাল নিশাকালে,
মনেতে মিলন আশা, সরসঅন্তর,
এসেছিল তটিনীর মাঝামাঝি প্রায়,
হেন কালে নিরদয় দুরন্ত পবন
উড়াইল আশা তার কায়ার সহিত।
ঘোর রবে ঘন ঘটা গর্জ্জিল সঘন।
সে রবের মাঝে হায়, বিষাদিত মন
পশিল ধুবক কর্ণে, সুস্পষ্ট, গভীর,
(গজযূথ ধ্বনি মাঝে হ্রেষারব যথা)
অকস্মাৎ দৈব বাণী, বজ্রেরনির্ঘোষে—
কহিল ভারত আহা নিয়তি বচন।

কি কহিলি যুবা লজ্জা নাহি হয়?
এই মুখে বল ভারততনয়?
ধিক্‌রে পামর! আর্য্যকুলাঙ্গার,
পরবলে সাধ আমার উদ্ধার?
কে তোরে শিখালে ভীরু হীন মতি?
কেবা তোরে দিল এহেন যুকতি?
কেন তোর হ'লো বুদ্ধি বিপর্য্যয়
বল্‌রে যুবক বল্‌রে আমায়?
বিপদে পড়িলে বুদ্ধি লোপ হয়,
তাহাই রে তোর হয়েছে নিশ্চয়।

না হয় না হবে উদ্ধার আমার,
সহিব যবন যাতনা অপার,
পরিব শৃঙ্খল ভূষণের মত,
না হোস্ যদি রে শ্বেতপদানত।
পিঞ্জর হইতে আন পিঞ্জরেতে
ইচ্ছা কি রে যাবে সুখের আশাতে?
জান না কেমন ইংরাজচরিত;
যাবে হিত আগে হবে বিপরীত।
বণিকের জাতি, বিষম চতুর,
জানিবে যখন ভেঙ্গে দেবে ভুর।
তোদের শিরেতে ভার চাপাইয়া
দেখিবে কৌতুক, অন্তরে বসিয়া।
বুকে বসে যবে উপাড়িবে দাড়ী,
জ্বালায় কাঁদিবে হাত পা আছাড়ি;
ঘুষির আঘাতে জীবন ফুরাবে,
পিলে ফেটে ম'লো বলিবেক সবে;
দিবে কত নাম রায়বাহাদুর;
ভারত নক্ষত্র হবে রে প্রচুর;
রজকের গাধা সিংহের আসনে
করিবে রাজত্ব; বিষাদিত মনে
বেড়াবে ঘুরিয়া সিংহের কুমার
উদরান্ন তরে করি হাহাকার;

শাখিনী উচ্ছিষ্ট কফের মতন
করিবে অবস্থা, জানিবে তখন।
লবে রত্নধন কাড়িয়া সকল,
কয়ের জ্বালায় হবি যে চঞ্চল,
নিঙ্গুড়িয়া মধু করিবে যে পান
সিটেসার শুধু করিবেক দান।
এখন দেখিছ সরল, যেমন
আছিল আমার পূর্ব্ব স্বতগণ ;
তা নয়, সরল বাঁশ যে প্রকার
উচ্চ, দীর্ঘতর, অন্তর অসার।
জিলিপির বেড় হৃদয়ে ওদের ;
কত ফের জানে পাইবি যে টের
পড়িবি যখন উহাদের হাতে—
ওৎ বুঝে তোরে ফেলিবেক কাতে।
চাহিছ সাহায্য, হবে না বিমুখ ;
বরঞ্চ ইহাতে ভাবিবে যে সুখ।
সূচের মতন অন্তরে পশিয়া
বাহিরিবে ভীম মূরতি ধরিয়া ;
ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চাহিয়া থাকিবে,
নীরবে রবে না বচন সরিবে।
স্বপ্নে দেখেছিস্ গিরীন্দ্রের স্বখী।
কোথা সে অভাগী পোড়া কপালুনী ?

আমার মতন সেও রে এখন
সহিছে নিয়ত যবন যাতন।
দেখেছিস্ স্বপ্নে কল্পনা তাহার
খুলিয়াছে ভাবী সুখচয় দ্বার ;
হবে সে স্বাধীন, রবে না অধীন ;
আমি চিরদিন রব পরাধীন।
মম ভাগ্যাকাশে তপনতনয়
হয়েছে উদিত ডুবিবার নয়।
করিস্ না ইংরাজে কদাচ সহায়,
বিস্তর বিপদ ঘটিবে রে তায়।

দ্বিতীয় স্তর।

অর্থ সুসঙ্গত, বিচার সম্মত,
ভবিষ্যৎ গর্ভে নিহিত আপাত,
শুনি ভারতের সে ঘোর বচন
উঠিল যুবক চমকি তখন ;
চমকে যেমতি অশনি পতনে
ভূচর খেচর উভচরগণে।
করি আন্দোলন ভাবী, বর্ত্তমান,
নিরখিল আহা লভিয়া জেয়ান।
কহিলা ভারত পুনঃ সবতনে
সম্বোধি যুবকে, সজল নয়নেঃ—

স্বতেজে যদি রে পারিস্ কথন
করিস্ আমার উদ্ধারে যতন;
একা তব সাধ্য নহে প্রিয়তম
হয়েছে সকলে ভেড়ারো অধম।"
ক্ষোভে রোষে যুবা কহিল তখন
ধিক্ বাঙ্গালীর এ পোড়া জীবন!
একতা বিহীন বাঙ্গালী সমাজ
যাও রসাতলে, জীবনে কি কাজ?
মলপূর্ণ দেহে কি ফল আশার
শূন্যভরে চল মত্ত গরিমায়?
জীবনের সুখ স্বাধীনতা ধন
হারায়ে, ধরিছ কি হেতু জীবন?
কাচ বিনিময়ে কাঞ্চন লইলে?
সোণার ভারত যবনে সঁপিলে?
হায় ভীমার্জ্জুন, বীর দুর্য্যোধন,
মহারথ ভীষ্ম, পবন নন্দন!
হায় বাসুদেব, জরাসন্ধ বীর,
কোশলেশ রাম, লক্ষণ সুধীর!
বীরত্বের গুণে দেবত্ব পেয়েছ;
অখিল ভুবনে পূজিত হয়েছ।
যশের পতাকা গগন ছাইয়া
আজিও উড়িছে উর্দ্ধে দেশ দিয়া।

যে ভারত ছিল এ হেন রতনে
ভূষিত নিয়ত—বীরত্ব ভূষণে—
স্বাধীনতা ছিল যাদের জীবন,
রণস্থল ছিল সুখের শয়ন;
উঠ দেখ' গিয়া সে ভারত আজ
বিহীন রতন বিহীন সে সাজ।
ক্ষত্রিয় কলঙ্ক ক্ষীণজীবীগণ
ইহাতে করিছে জনম গ্রহণ;
সিংহের ঔরসে ভেড়ার জনম—
হইয়াছে এরা ভেড়ারো অধম।
যুদ্ধ দূরে থাক্ শুনিলে সমর
গায়ে আসে জ্বর, কাঁপে থরথর;
আজ্ঞা, হাঁ মশাই, যে আজ্ঞা, বলিতে
শিখেছে দাসত্ব যবন সেবিতে।
হায় পৃথুরায় হিন্দুর গৌরব!
ভারতের লক্ষ্মী, ভারত বিভব,
ভারতজীবন স্বাধীনতা ধন,
নারিলে রাখিতে করি প্রাণপণ;
কি করিবে তুমি বিধাতা বিমুখ?
ভারতের ভাগ্যে নাহি আর সুখ।
তা নাহলে কেন একতাবন্ধন
ছিঁড়িবে সহসা রাজত্ব কারণ?

পৃথু জয়চাঁদে বিরোধ বাধিল
তাইত যবন ভারতে পশিল।
স্মরিলে এসব ক্ষোভ হুতাশনে
দহয়ে অন্তর না যায় সহনে।
তৃণগুচ্ছ মেলি মত্ত কেশরীরে
বাঁধি শশপ্রায় করয়ে অচিরে ;
হয়েছি নির্ব্বীর্য্য তায় কিবা ক্ষতি,
যদ্যপি থাকিত একতায় মতি ?
তা হলে কি কভু যবন যাতনা
সহিতে হইত মরম-বেদনা ?
ভারত সন্তান জাগিবে না আর
কারে মিছে আমি বলি বারম্বার ?
নির্ব্বাপিত প্রায় সাহস অনল
পারি যদি কভু করিতে উজ্জল,
লভিয়া জনম এভারতে হায় !
আহুতি অর্পিব যবন সবায়,
যদি বিধি দেন সে দিন কখন
সাধে ঘুচাইব মনের বেদন ;
স্বাধীন প্রভায় ভারত-আকাশ
উজলিব পুনঃ মিটাইব আশ।
হে বিধাতা তুমি কি হেতু বল না
দিতেছ ভারতে এহেন যাতনা ?

কি দোষে ভারত দোষী ও চরণে
বল কৃপাময় শুনি হে শ্রবণে ।
পাপ উপজিলে প্রায়শ্চিত্ত তার
নাহি কি হে বল করুণা আধার ।

তৃতীয় স্তর ।

ভীরু নরপতি বঙ্গের ঈশ্বর !
তোমা চেয়ে বল কে আছে বর্ব্বর ?
নদীয়া ঈশ্বর লক্ষণ্য নৃপতি !
তব দোষে আজ বঙ্গের এ গতি ।
বঙ্গের উন্নতি সুখৈশ্বর্য্য যত
তব করে ছিল গচ্ছিত নিয়ত ;
বল নৃপ বল সে গচ্ছিত ধন
কার করে তুমি করিলে অর্পণ ?
গহন কাননে, তরুর কোটরে,
রাখি ছানাগুলি নির্ভয় অন্তরে,
যায় দ্বিজকুল যথায় তথায় ;
চ'রে খুঁটে পুনঃ আলয়ে বাসায় ।
সেরূপ সুখেতে বঙ্গের সন্তান
তব করে সঁপি ধন, মান, প্রাণ,
ছিল হে নিশ্চিন্ত নির্ভয় হৃদয়ে ;
শাবক যেমতি জনক আশ্রয়ে !

দাবানল জ্বলি উঠয়ে যখন
ছারখার করে তরুলতাগণ ;
বল হে ভূপতি বল হে আমায়
তরু কি তাদের ফেলিয়া পলায় ?
সাধ্য যতক্ষণ করে প্রাণপণ,
বাঁচাতে তাদের আশ্রিত জীবন ;
পুড়ে ছাই হয় তথাপি ত্যজিয়া
নাহিক পলায় পরাণ লাগিয়া।
বিশ্বাসঘাতক তুমি নরবর !
নিহত করেছ বিশ্বাস সবার ;
নির্ব্বিবাদে তুমি যবনের করে
সঁপিলে বঙ্গেরে বল কার তরে ?
ছিল নাকি ধন তব কোষ ঘরে,
সামন্ত প্রচুর, অটল সমরে ?
রণদক্ষ ধীর, বীর অগণন,
ঢালী, তিরন্দাজ, যুদ্ধে বিচক্ষণ ?
সাহস বিক্রমে বঙ্গের সন্তান
ছিল কিহে ন্যূন বল মতিমান্ ?
শুধু তব দোষে বঙ্গবাসীগণ
হারাল সাধের স্বাধীনতা ধন ;
এরূপে তাদিগে অনাথ করিয়া
প্রাণ ভয়ে যদি যাবে পলাইয়া

জানিত তাহারা, তা হলে কি আর
ঢুকিত বঙ্গেতে যবন-দুর্দ্দার ?
বঙ্গের শরীরে তখনো অতুল
আর্য্যতেজ নাহি ছিল অপ্রতুল ;
জানিতে পারিলে তোমার এ রীত
কদাচ কি তারা নিশ্চিন্ত থাকিত ?
ভীষণ হুঙ্কারে, বীর দর্প ক'রে,
ছড়াইত তেজ বঙ্গের অম্বরে ;
তীক্ষ্ণ অসি করে যবনশোণিতে
প্রবাহিত স্রোত গঙ্গার কুক্ষিতে।
শিমূলের তুলা পবনের ভরে
উড়ে যায় যথা দেশ দেশান্তরে ;
বঙ্গবীরগণ নিশ্বাসে উড়িয়া
যে'ত তারা সিন্ধু নদী উত্তরিয়া।
সে সকল এবে স্বপন সমান ;
নাহি কাজ কিছু করিয়া স্মরণ ;
স্মরিলে কেবল ক্ষোভের অনলে
এ জ্বালা পরাণ জ্বলে তবে জ্বলে ;
সে বীরত্ব, শৌর্য্য, বিক্রম অতুল,
বর্ণিলে সকলে কহিবে বাতুল ;
অসম্ভব বলি হাসিবে জগৎ ;"
বাতুলের মত কবে কথা কত।

যে পরাণ তরে বল নরেশ্বর!
পলালে উৎকলে হইয়া কাতর;
আজো কি হে তাহা আছে ধরাতলে?
মিশায়েছে কবে কালের কবলে।
তব মাংস-শিরা-কেশ-অস্থিজাল
রেণু সনে কবে মিশায়েছে কাল!
ছিলে কি হে সুখী ক্ষণেকের তরে
পরান্নে দগধ পূরিয়া উদরে?
তুচ্ছ প্রাণ ভয়ে বল কি কারণ
রাখিলে অকীর্ত্তি অখিল ভুবন?
বঙ্গ ভাগ্য দোষে দুষ্ট সরস্বতি
দিলেন নরেন্দ্র তোমা হেন মতি;
তা না হলে রণে ভীরুর কথায়,
জলাঞ্জলি দিয়া দেশের মায়ায়,
কোন বীর বল, থাকিতে জীবন,
পর করে করে স্বদেশ অর্পণ?
সাধ্বী পতিব্রতা রমণীপরাণ
কোন নরে করে লম্পটে প্রদান?
অথবা তোমার কি দোষ নৃপতি!
কাল করে সব, কালের এগতি;
সুখ অন্তে দুঃখ, দুখান্তেতে সুখ,
সুখ অন্তে পুনঃ উপজয়ে দুঃখ।

খিলিজি নামক দুরন্ত যবন
অনায়াসে লভিল শূন্য সিংহাসন ;
রণে কেহ নাহি হ'লো অগ্রসর ;
লুঠিল অবাধে সমস্ত নগর ।
সে দিন হইতে দিনেকের তরে
নাহি দেখি সুখ বাঙ্গালীর ঘরে ;
নিত্য হাহাকার, করুণ রোদন,
শুনে শুনে হ'লো বধির শ্রবণ ।

চতুর্থ স্তবক ।

বঙ্গ রাজলক্ষ্মী বল মা কি হেতু
ভাঙ্গিলে সহসা বঙ্গসুখসেতু ?
পড়িয়া অকূলে, দেখ গো মা চেয়ে,
অভাগিনী বঙ্গ মরে হাঁপাইয়ে,
লক্ষ্মীছাড়া বঙ্গ এখন জননি ।
হাহাকার করে দিবস রজনী ;
কেহ না আদরে করে সম্ভাষণ ;
করিছে যবন দুপদে দলন ।
জননী বিমুখ হয় যদি কার,
কে আদরে তারে ধরণী মাঝার ?
"সুখীলোকে সদা করে সুখবাদ,
আছাড়িয়া মারে দুখীর পরাণ ;"

বরঞ্চ অকৃতি অধম সন্তানে
কৃপাধিক হয় মায়ের পরাণে ;
একি রীতি তব পঙ্কজ বাসিনী !
কি হেতু বল মা এ রঙ্গে রঙ্গিণী ?
কি মজা দেখিছ—বালিকার প্রায়—
ছটফটে প্রাণী তুমি হাস তায় !
এই কি মা তব জননীর কাজ ?
মনে তিল আধ নাহি ভাব লাজ ?
মোরা কি মা তোর সপত্নীতনয় ?
সে কারণে দেখে দয়া নাহি হয় ?
কোথা মা কমলা ইন্দিরা সুন্দরী
বরদা, সুখদা, সর্ব্ব শুভঙ্করী !
যে তোমার মা গো করয়ে অর্চ্চনা
নাহি লভে পুনঃ এ ভব যাতনা ;
তুমি যারে দয়া কর মা কমলা
মনে তার কভু নাহি থাকে মলা।
নিয়ত সন্তুষ্ট তাহার অন্তর ;
পুণ্যবান সেই বড় ভাগ্য ধর ;
সার্থক জনম তার ধরাতলে ;
ধন্য, মান্য, গণ্য, মানব মণ্ডলে ;
লক্ষীবান তারে কহে সর্ব্ব জন,
সুখৈশ্বর্য্য সেই যশের ভাজন।

ইচ্ছাময়ী তুমি সুচন্দ্র আননী !
তব প্রিয়পাত্র দেবের অগ্রণী।
তব কৃপা বলে দেবতা নিকর
পেয়েছে প্রভুত্ব ত্রিলোক উপর।
ভকত বৎসলা তুমি নারায়ণী !
ভক্ত তরে ভাব দিবস রজনী ;
বাঞ্ছা কল্পতরু জগৎ বিখ্যাত,
—যে যা বাঞ্ছা করে পুরাও সতত—
করিতে কৃতার্থ জলের ঈশ্বরে
জনমিলে তাঁর কন্যারূপ ধরে ;
যুগ যুগান্তর করি তথা বাস
পুরাইলে তাঁর যত কিছু আশ ;
তোমা গর্ভে ধরি অনন্ত সাগর
ধরিলেন নাম খ্যাত রত্নাকর।
দুর্ব্বাসার শাপে ত্যজি ত্রিভুবন
ছিলে যবে মা গো সাগর সদন,
কি দুর্দ্দশা বল না হ'লো জগতে !
লিখিত আছয়ে পুরাণ ভারতে।
কত তপ করি সাগর মথিয়া,
দেবের সমাজ কত আরাধিয়া,
তোমা পেয়ে শেষে বাঁচালে সকল—
দ্যুলোক ভূলোক আর রসাতল।

শস্যে হ'লো শাঁস মেঘে হ'লো জল ;
ধন রত্নে পূর্ণ হ'লো ভূমণ্ডল ;
হাঙ্গর, মকর, তিমি, অজগর,
তিমিঙ্গিল, মীন আদি জলচর
বাঁচিল সকল, দেহে পেলে বল।
বারিদ বর্ষণে পুরিল সকল
দীঘি, সরোবর, তড়াগ, সাগর ;
তটিনীর গতি হইল প্রখর ;
বহু ক্ষীরবতী হ'লো গাভীগণ ;—
হইল ধরার অরিষ্ট মোচন।
শুন বঙ্গবাসী ধর এ বচন—
কায়মনে কর তাঁর আরাধন।
একতা চন্দন ঘসি প্রাণপণে,
সাহস কুসুমে মিশায়ে যতনে,
বঙ্গর জলক্ষী চরণ যুগলে
সমর্পণ কর মহা কুতুহলে ;
ধীরতা মন্ত্রেতে কর সদা জপ ;
বহু বর্ষ ধরি কর ঘোর তপ ;
বলির কারণ রিপু ছয় জন
করহ অর্পণ আনন্দিত মন ;
দেখো ইথে যেন ত্রুটী নাহি হয় ;
হইবেক আশা সুসিদ্ধ নিশ্চয়।

যত কাল নাহি হবে যোগ সিদ্ধি
এরূপে অর্চ্চনা কর নিরবধি।
করি অনশন, পবন ভক্ষণ,
সাংসারিক সুখে দিয়া বিসর্জ্জন,
ধ্যান ধারণাদি স্তব ইষ্ট মন্ত্রে,
—বিহিত যেমন আছে বেদ তন্ত্রে—
তোষ বিধিমতে জলধি কন্যারে ;
ফলিবে সুফল কহিনু তোমারে।
দেবতার মন করুণা আকর ;
হবে না বিফল, বুঝে কাজ কর।
নাহি মা ভকতি ; না জানি তজন।
দুঃখী বাঙ্গালীর কি আছে এমন,
যা দিয়া তুষিব অন্তর তোমার ?
কৃপা কর যদি পাই গো নিস্তার।
"ধরম বিদ্বেষী, পাতকী যবন
গো ব্রাহ্মণ হিংসা করে অনুক্ষণ"
না পারি দেখিতে চখের উপর ;
কত ব্যথা পাই বর্ণনা দুষ্কর !
হিংসা দ্বেষে জ্বলি বঙ্গের সন্তানে
বিনা অপরাধে বধিছে পরাণে।
কাতরে তোমার এই ভিক্ষা চাই—
একতা, বিক্রম, শৌর্য্য, বঙ্গে নাই ;

দাও মা সবায় একতায় মতি।
তা হ'লে নিশ্চয় ঘুচিবে দুর্গতি ;
ফুটিবে বিক্রম, বাড়িবেক বল ;
তেজ হীন হ'বে যবন সকল।
দুই তরু যদি এক স্থানে হয়
একের বৃদ্ধিতে অপরের ক্ষয় :
অযবন দেশ হবে অচিরাৎ ;
হবে বঙ্গে পুনঃ সুখের প্রভাত।
ঘুচে যাবে চির দুঃখের শ্বাস,
বিতরিবে বায়ু মধুর বাস,
ভ্রমর ভ্রমরী পূরিবে তান,
গাইবে কোকিল মধুর গান,
বংশবনে হবে বেণুর রব,
আনন্দে ভাসিবে বাঙ্গালী সব !

ডাক্ রে কোকিল ডাক্ এইবার ;
মরে যাই লয়ে বালাই তোমার !
দেখিলে বঙ্গের সজল নয়ন
থাকে না কোকিল ! জীবনে জীবন ;
এ পরাণ আর কাজ কি কোকিল ?
যদি নাহি হ'লো উপকার তিল ?

গুর্ব্বিণীর গর্ভ, হৃদি বিদারণ,
জীয়ন্ত মানবে জলে নিমগন,
না পারি সহিতে, হেরিতে নয়নে ;
দিব আজি প্রাণ জাহ্নবী জীবনে।
কি ফল রে বল সংখ্যা বাড়াইয়ে ?
কিবা সুখ বল কলঙ্কে ডুবিয়ে ?
ডাক্ রে কোকিল, ডাক্ আরবার,
শুনে যাই তোর স্বর চমৎকার ;
মরণের কালে শ্রীনাথ বলিয়ে
ডাক্ একবার কণ্ঠ কাঁপাইয়ে।
রাখ্ ভাই পিক ! আর এক কথা,
ঘোষ এই গাথা বঙ্গে যথা তথা
নগরে, কাননে, যেথা যারে পাবে
তাহারি সমীপে এই গীত গাবে।
এত বলি যুবা ছাড়িয়া নিশ্বাস,
খেদে কত মত কৈল হাহুতাশ।

পাপেয়া।

বসিয়া বিটপী বটে, ঘোর নিশাকালে, মরি!
কে তুই বিহগবর, জাগালি আমায়?
সুপ্ত এবে ধরাতল, পবন সুস্থিরতর,
চোঁশব্দ হইলে দূরে, তাও শুনা যায়।

শান্তির কোমল ক্রোড়ে, করিয়া শয়ন নর,
লভিছে বিরাম সুখ, শয্যার উপর;
এহেন সময় তুই, কেন বল্ অকস্মাৎ,
চোক গেল বুলি ধরে, ব্যথিলি অন্তর?

দগধ উদর জ্বালা, করিবারে নিবারণ,
গিয়াছিলি বুঝি তুই, মরীচ কাননে?
লোভের কুহকে পড়ে, খাইতে উদর ভরে,
পরিণাম এক বার, না ভাবিয়া মনে?

লাগিয়া তাহার ঝাল, জ্বলিছে নয়ন আহা!
যাতনায় জ্বালাতন, হয়েছ কি? তাই
কাঁদিতেছ উচ্চস্বরে, জানাইতে সবাকারে,
নিবারিতে জ্বালা তার, কি ঔষধ চাই?

অথবা শুইয়াছিলি, সুখের আবাসে তোর ;
চোকে ফুটিয়াছে কিছু, পার্শ্ব আবর্ত্তনে ?
তাই পাখি উভরায়, করিলি রোদন হায়!
অবোধ শিশুর মত, সজল নয়নে ?

কি জন্য তুই রে পাখী, চোক গেল বুলি ধরে,
করিলি রোদন আজি, এহেন সময়—
কেমনে কহিব তাহা, কি তোর মনের ভাব ?
পাখী তুই আমি নর, কঠিন হৃদয়।

কিন্তু তোর রব শুনে, গলিল পাষাণ আজ ;
উঠিল দুঃখের উৎস, পরশি গগন।
পাখিরে ও তোর রবে, চিত না ধৈরজ ধরে,
উথলিল শোক সিন্ধু, জোয়ারে যেমন।

বিধাতা দিয়াছে কি রে, ওই রব ঘরে ঘরে,
ভারতের যেথা সেথা, করিতে ঘোষণা ?
—ভারতবাসীর মন, পরুষ আচারে রত—
দেখে দেখে চোক গেল, দেখিতে পারনা ?

ভারতের পাখী তুই, —ভারতের দুঃখে দুখী,—
বিজনে নিশিথে তাই, সুজনতা অভাবে,
উচ্চতরু ডালে বসি, দিতেছ ধিক্‌কার শত,
পূরিয়া মেদিনী তল, গভীর ও রবে।

কিন্তু পাখী কে শুনিবে ? সকলে নিদ্রিত এবে।
রমণী অঞ্চল ধরি, —বালকের মত—
মোহান্ধ অন্তর হায় ! সেই দিকে সদা ধায়,
যেখানে বিনাশ বহ্নি, জ্বলিছে সতত ;

দেয়ালি পার্ব্বণে, যবে, বাঙ্গালার ঘরে ঘরে
শত শত দীপালোকে, নিশার বদন
বিকশিত হয়, আহা ! —অলপ পরাণ যার—
ক্রীড়ার পুত্তলী সম, শলভ যেমন।

তেয়াগিয়া সুখাধার, প্রাকৃতিক সংস্কার
লৌকিক সুখেতে চায়, তুষিবারে মন ;
ছেদিয়া বিটপী বরে, জীয়াইতে আশা করে,
সলিল ঢালিয়া শিরে, অবোধ মতন।

সুখ আশে অনুক্ষণ, চিত তার উচাটন ;
যাহাতে বিনাশ নিত্য, সেই সুখ চায়।
সাবাসি সাবাসি নর ! সাবাসি রে নিরন্তর !
সাবাসি বিধাতা তোরে, কি বলিব হায় !

বিজনে কুয়াশাময়, নিভৃত প্রান্তরে যথা,
গভীর নিশীথ কালে, পান্থ পথ হারা,
ভূতরূপী আলেয়ার, আলো করি দরশন,
সে পথে গমন করি, শেষে যায় মারা।

সেরূপ মানব মন, মায়া কুয়াশার ঘোরে—
পড়িয়ে ভবের মাঠে, পথ ভুলে গিয়ে
কুআশা আলেয়া ভাতি, নিরখি নয়নে আহা!
হারায় সুখের প্রাণ, কাঁকরে পড়িয়ে।

রিপুচয় সেবা করে, লভিতে অন্তরে সুখ।
সুধা বিনিময়ে তাহে, উপজে গরল।
চরণ শিকলে রোধি, যে মত্ত বারণে তবু
বশে রাখা ভার, হায়, কাটিলে শিকল,

সাধ্য কার ধরে তারে? নগর উজাড় করে;
উদ্যান আলয় রাজি, করে ছার খার;
অবশেষে নিরজনে, পশি গহন কাননে,
শান্তি লাভ করে সুখে, আবাসে তাহার

সেরূপ বারেক যদি, স্বতঃ মত্ত মন করী,
বিবেক বন্ধন পারে, করিতে ছেদন,
ছারখার করি সুখ— সন্তোষ প্রমোদ বন,
শান্তি লাভ করে পশি, কৃতান্ত ভবন।

লুচি, পুরি সরবড়া, সতত সুরসে ভরা।
রমণি অঞ্চল হায়, মধুর কেমন!
ত্যজি আহা এ সকল, কোথায় যাইবে বল,
ভারতের কিবা দুঃখ, করিতে মোচন?

রাজপথ ভিখারিণী, পূরয়ে গগন যদি,
করিয়া রোদন, তাহা, কে করে শ্রবণ?
সদর্পে চলিয়া যায়, মূর্ত্তিমন্ত গরিমায়,
ফিরিয়া নয়ন কোণে, না করে দর্শন!

হারায়ে ললাট মণি —চির স্বাধীনতা ধন—
ভিখারিণী এবে হায়, ভারত জননী;
সৌভাগ্যের সিংহাসনে, হেরিয়া সমধিরূঢ়,
অছিল আনতশির, অখিল অবনী।

দরিদ্র হইনু হায়, অস্থির করের দায়,
বলিয়া রোদন করি, ভিজায়ে বসন;
কিন্তু কিসে দুঃখ যায়, ভাবিনা উপায় তার;
কেন যে দরিদ্র হনু, খুঁজিনা কারণ!

সুধা সম গাভী দুধে, পাইয়া রশুন বাস,
অন্তর অসুখী হয়, ভোজন সময়;
প্রান্তরে রশুন ঘাস, ভোজন করয়ে গাভী,
বারেক জানিতে কিন্তু, ইচ্ছেনা হৃদয়!

ভিখারিণী সুত এবে, আমরা সকলে, হায়,
কেমনে মনের সুখ, পাইব কোথায়!
ভারতে শনির দশা, আমরা তনয় তার,
দহ্যমান দেবালয়ে, দেব কি এড়ায়?

ভারতের সংস্কার, করিবারে যত্ন কার ?
কেবল বিষাদ ধ্বনি, বিদরে শ্রবণ।
ধ্বনিত হতেছে সদা, ভারত শোণিত স্রোত,
প্রতি দণ্ডে পলে তাহা, কে করে দর্শন ?

সমাজ ধরম নীতি, ভারতের নিতি নিতি,
করিছে ধারণ।

সাগরের লোনা জল, —জোয়ার সময় যথা—
কলুষিত করে যথা, তটিনী জীবন ;

কিম্বা বিসূচিকা যথা, পশিয়া নগর মাঝে
স্থল জল শূন্য দেশ, করে কলুষিত ;
সেরূপ বিদেশী রীতি, ভারত বাসীর মন,
ধরি অভিনব বেশ, করিছে বিকৃত।

ত্রিবেণীবর্ণন।

উপক্রমণিকা।

ধরায় অক্ষয় কীর্ত্তি লভিতে বাসনা,
সহৃদয়, পূতচেতা মানব যেমন,
সন্তাপিত পথিকের ক্লেশ গুরুভার
লাঘবিতে, মহাতরু করয়ে রোপণ,

পথপার্শ্বে মরুভূমে, ছায়া জল হীন,
সুবিস্তীর্ণ, সীমাশূন্য ; ফিরালে নয়ন
মুখে ধূলা উড়ে ভয়ে নীরস পরাণ
আহত তন্ত্রীর মত কাঁপে ঘন ঘন ;

ভ্রমণের কথা দূরে স্মরণে পিপাসা ;
যেখানে পাগল প্রাণ উড়িয়া পলায়
ভূতময় দেহ ত্যজি, এ পাপ সংসার,
লভিতে আরাম বুঝি কে জানে কোথায় ?

পাপরূপ রবিকর-অসহ্যসন্তাপে
ভব-ভীম মরুভূমে তাপিত-হৃদয়
জীবকুল-চিরতাপ করিতে হরণ
সৃজিলা ত্রিবেণী পুরী বিধি দয়াময়।

যেকালে সগরকুল-ললাট-ভূষণ
ভগীরথ মহাতেজা, করিতে উদ্ধার,
—সাক্ষাৎ সহস্রনেত্র-জীবন্তপ্রতিমা
যোগ-মগ্ন, শান্তচিত্ত, তপস্যা-আধার,

মহামুনি কপিলের শাপে ভস্মীভূত—
মদগর্ব্বে অভিভূত পূর্ব্ব পিতৃগণে,
করিলা আয়াস বহু, বহু আরাধনা,
নগরাজ সুতা গঙ্গা আনিতে ভুবনে,

কহিলেন পিতামহে বিষ্ণুপাদোদ্ভবা :—
"কিরূপে অবনীতলে করিব গমন!
বড় দুরাচার দেব! ধরণীতনয়;
পাঠায়ো না ধরাতলে ধরি গো চরণ।

আলুথালু বেশভূষা, মলিন বদনা,
সে দিন ধরণী আসি দেবেন্দ্র সভায়,
অশ্রুজলে বাড়াইয়া মন্দাকিনী-জল,
করিলা রোদন কত কহা নাহি যায়!

হিরণ্যকশিপু নামে তনয় তাহার,
যার ভয়ে ভীতচিত্ত আপনি বাসব,
কত যে করিয়াছিল যাতনা প্রদান
কি আর কহিব আমি! শুনেছেন সব।

সহজে তরল আমি কি কথা আমার,
রোদনে তাহার হায়, গলয়ে পাষাণ !
দেবশত্রু বিমর্দ্দন শ্রীমধুসূদন
বধিলেন তারে ধরা পেলে তাই ত্রাণ।

দশমাস দশ দিন ধরিয়া জঠরে
জননী যাহার করে নিধনের আশ,
সেই সব পাপাচার শার্দ্দুল সঙ্কুল
পিতামহ চাহ মোরে দিতে বনবাস !

পবিত্র জীবন মম পাপ সহবাসে
অচিরে কলুষ ভাব করিবে ধারণ ;
নিরমল শ্বেতশোভা মসী সহবাসে
রাখিতে পারে কি কেহ জলের বরণ !

সে সময় পদ্মযোনি অভাগীর দশা
কিরূপে নয়নে বল করিবে দর্শন ?
কি পাপে অভাগী পাপী, কহ দয়াময় !
হেন দণ্ড মোরে দেব ! সাজে কি কখন ?"

কহিয়াছিলেন ব্রহ্মা সম্ভাষি দেবীরে।—
"পূর্ব্বে করিয়াছি স্থির উপায় তাহার
তা না হলে কেন তোমা পাঠাব সেখানে ;
কে দেয় বানর করে মুকুতার হার ?

না সৃজি আহার আমি আহারী কখন
সৃজি না নগেন্দ্রস্থতে! জান ত সকল;
তবে কেন এ বিলাপ শম্ভু-সোহাগিনী?
ক্ষয়িবে কলুষ তব যাও ধরাতলে।

পারাবারে ভগবতি! শুধু কি নিবসে
কুম্ভীর মকর আদি হিংস্র নিকর?
অমূল্য মুকুতা ফল গরভে যাহার,
গোপনে নিবসে শত শুক্তি জলচর!

সেরূপ সুধীর, সাধু, মহাতেজস্মান্,
(রবিকরে তারাচয় নিস্তেজ যেমন,
যাদের পবিত্র তেজে প্রভাহীন হায়!
অক্ষুণ্ণ সুতেজশালী অসুরারীগণ)

নিবসে ধরণীতলে গোপনে বিজনে;
খনির উদরে যথা রতন নিচয়।
ইন্দ্র আদি দেবগণ যেই সহবাসে
লভিয়া মানব জন্ম সদা ধন্য হয়!

ভস্মাবৃত বহ্নি সম, ধরম তৎপর,
সেই সব সাধুগণ সত্যপরায়ণ,
ভবজাত পাপ রাজি প্রক্ষালন ছলে,
তব নীরে স্নান হেতু নামিবে যখন;

ঐ যে ত্রিবেণী পুরী করিছ দর্শন
ভগবতি শৈলসুতে! সম্মুখে তোমার
—ধরণীর ভালে যাহা দীপিছে নিয়ত
ফণি শিরমণি সম, শোভার আধার—

ঐ স্থানে তব সনে হইবে মিলন।
সোহাগার সহযোগে কাঞ্চন যেমন
পরিহরি কলুষতা কুসঙ্গ-সঞ্জাত
ধরয়ে বিমল মূর্ত্তি উজ্জ্বল বরণ;

ত্রিবেণীর সম্মিলনে সেরূপ তাদের
স্বল্প পাপ অচিরাৎ হইবেক ক্ষয়,
মেঘমুক্ত প্রভাকর প্রতিভা যেমন
হইবে তাদের তেজ ভীষণ দুর্জ্জয়।

স্ফটিকের সহবাসী সলিল সমান,
কলুষিত বারি তব পাপীর পরশে,
ধরিবে নির্ম্মল ভাব, পাপ বিনাশন;
পঙ্করূপে পাপচয় রবে তলদেশে।

ত্রিবেণী চরণ সেবা কর বিধিমতে।
তাহা হলে স্বর্গসুখে হবে না বঞ্চিত,
জগতের পাপ নাশে হইবে সক্ষম;
পরহিত কর্ম্মে সুখ পাবে অতুলিত।

রবিকরে দীপ্তিমান সশাঙ্ক সুভগে!
রজনীর তমোরাজি করে না কি দূর?
অপিচ কৌমুদীবনে, সর সুশোভিনী,
লভিয়া, লভয়ে চিতে আনন্দ প্রচুর।

বর্ণনা।

বৈজয়ন্ত সম শোভা করিত প্রদান
এককালে সেই পুরী বিশাই নির্ম্মিত;
শত শত দেবালয়, তুঙ্গ শৃঙ্গধর,
উচ্চতায় হিমাচলে বিদ্রূপ করিত।

কে বলে অগস্ত্যভয়ে বিন্ধ্য মহাগিরি
অবনত শিরে কাল করিছে যাপন?
ত্রিবেণীর মন্দিরের শৃঙ্গের উচ্চতা
হেরি মন দুখে তার আনত বদন।

স্বজাতির পরাভব করিয়া দর্শন
কোন কাপুরুষ জাতি, বাঙ্গালী ব্যতীত,
তুলিয়া বদন সুখে, প্রফুল্ল হৃদয়,
বালকের মত করে সময় অতীত?

নীচের প্রভাব হায়, হইলে প্রবল
স্বভাবতঃ নতশির মহাত্মা নিচয়
তাই গিরি বিরলেতে আছয়ে বিজনে,
অভিমানে মৌনব্রত করিয়া আশ্রয়।

মন্দিরের সুধা-ধবলিত অধোদেশে
শতেক শশাঙ্ক শোভা, অম্য রজনীতে,
বিতরিয়া খর প্রভা উজলিত দেশ;
তম শব্দ উদাসীন পুণ্য নগরীতে।

কিবা কারু কার্য্যশালী, কাঞ্চনে ভূষিত!
পূরে ছিল শূন্য দেশ অপূর্ব্ব শোভায়।
গগনের পরিমাণ হ্রাসিবারে যেন
অথবা ভুবন স্বর্গ যোগ বাসনায়।

রবিকর সমাবেশে সে সুরম্য স্থানে,
রজত মৃণাল দণ্ডে সুবর্ণ কমলে,
নন্দন কানন-শোভা-সরোজ-বাসিনী
উপেক্ষি ত্রিদিব যেন বসিত কমলা!

চরিদিকে রম্য বন—কুসুম কানন—
ভূলোক দ্যুলোকে যার প্রতিযোগী নাই;
মধ্যভাগে দেবতাত্মা মন্দির সকল
জীবন্ত জীবের শোভা ধরিত সদাই।

হুত হোমানলোদ্ভূত গন্ধ মনোহর,
সর্জ্জরস, পুষ্পবাসে হইয়ে মিশ্রিত,
(গঙ্গা যথা ভানুসূতা সরস্বতী সনে)
পবিত্রিয়া সর্ব্বভূত হইত বাহিত।

শঙ্খ ঘন্টা ঘটা রবে, মধুর নিস্বন,
নৌবত নাগরা আদি মৃদঙ্গের রব
ধ্বনিত হইত সদা ভূলোকে দ্যুলোকে;
রজনী দিবস ছিল সম মহোৎসব।

কুঞ্জবনে পাখীগণ মধুর সুতানে,
শারি, শুক নানাবিধ, পাপেয়া, চঞ্চনা,
গাইত প্রভাত সন্ধ্যা মোহিয়া ভুবন;
ত্রিদিব-কিন্নরী-গীত কোথায় তুলনা!

বিপণি বাজার কত গণা নাহি যায়,
ধরণীর দ্রব্য যাহে না ছিল অভাব;
বলদ মহিষ উষ্ট্র গাভী শত শত
রাজ পথে গোষ্ঠ ভূমে করিত আরাব।

পুরী মধ্যে পুতিগন্ধ নহে অনুভব;
প্রস্রাব পুরীষ ত্যাগ করে না কি লোকে!
অথবা দেবের আত্মা পুরবাসী গণ
আঁধারের সত্তা কোথা রবির আলোকে?

ভবের বন্ধনে মুক্ত আচণ্ডাল সবে;
শ্রাদ্ধ শান্তি ক্রিয়া কাণ্ডে তথাপি তৎপর।
সতত সাধুর জন্ম লোক শিক্ষা তরে,
যাহাতে সুপথে নর হয় অগ্রসর।

নগরের অতি দূরে বিস্তীর্ণ শ্মশান,
প্রেতময় পুরী যেন শমন নগরে।
ভীষণ্ কণ্টকময় বন্য তরু-লতা-
ঘনসন্নিবেশ হেতু আঁধার দুপরে—

ধূতুরা আনত মুখ, আকন্দ সুন্দর,
আরণ্য কুলখী লতা, ভাঁটের কানন,
রসাল অযত্ন জাত, খর্জ্জুর, পনস,
পুরীষ বাবলা তরু, তাল অগণন,

আঠাল হিজল তরু, মনসা কণ্টক,
বিস্তীর্ণ তিন্তিড়ী তরু ভুজঙ্গের আবাস,
বঁইচি, সেঁকুল কাঁটা কুসুম যাহার
দেখিতে শিরীষ সম, বিহীন সুবাস।

শৃগাল তরক্ষু আদি বন্য জীবচয়
গভীর রবেতে সদা করিত চীৎকার,
দিবস রজনী সন্ধ্যা যখন তখন
গরজিত বিষধর শমন আকার।

শকুনি, হুতোম পেঁচা ছাতারে, বায়স,
পেচক আঁধার প্রিয়, বাজ নানারূপ,
স্বচ্ছন্দে যাপিত কাল তরুর কোটরে ;
সুবর্ণ প্রাসাদে যথা চক্রবর্ত্তী ভূপ।

দামে আঁটা সরোবর। চৌদিকে যাহার
শোভিত ধবলাকার শবাস্থি সকল—
সদন্ত মস্তক, মেরু, ছিন্ন নাড়ী ভুঁড়ী ;
শোভে যথা তরুতলে কুসুম সকল।

জীবনের অবসানে পরাণ যখন
ত্যজি এই ভূতময় নশ্বর শরীর
কোথায় গমন করে কে বলিতে পারে ?
তখন অস্থির দেহ ধরে ভাব স্থির।

সায়াহ্নে সরোজ সম স্ফুরতি বিহীন,
তাহাদের মৃত দেহ, আত্মীয় স্বজনে
করিবারে সুপবিত্র—করিতে দাহন—
সুগন্ধ ইন্ধন জাত পবিত্র পাবনে,

লয়ে যায় সেই দেশে। ভীষণ সে স্থান—
জীবনের পরিণাম যেই দেশে হায় !
রেণুরূপে ধূলি সাথে হইয়া মিশ্রিত
কে বলিবে পরিণামে যাইবে কোথায় ?

যে দেহের পরিণাম এইরূপে হায়,
দেখিতেছে নরগণ হয় পরিণত,
তার তরে করে তারা কতই যতন,
কত অত্যাচার হায়, করয়ে সতত !

উন্মিলি জ্ঞানের চক্ষু বারেক যদ্যপি
ধনমদে মত্ত নর করিত দর্শন,
তা হলে ধরণী স্বর্গ ভেদ কি থাকিত ?
অপূর্ণ মানব চিত্ত বিধির সৃজন !

পাদদেশে ভাগীরথী, প্রসন্ন সলিলা,
কল কলু রবে যার জুড়ায় শ্রবণ,
প্রবাহিত নিরন্তর দক্ষিণ সাগরে ;
করিতে তাহারে বুঝি প্রিয় সম্ভাষণ।

নারীর চরিত্র হায়, নরে কি বুঝিবে ?
আপনি স্বয়ম্ভূ ভ্রান্ত কুহকে যাহার ;
ধরণী পাবন ছলে সাগরে সঙ্গত
ভুলায়ে সরল প্রাণ শিবে শিবাধার।

জননী বলিয়া করি নাম উচ্চারণ,
আজীবন সেবা করি মরয়ে মানব,
তারে কি না স্বপতিত্বে করয়ে বরণ
অবাক নারীর পদে কোটী নমস্কার !

গগনে একটী রবি, এক নিশাকর,
জগতের চারিদিকে করিছে ভ্রমণ;
শত সূর্য্য শত চন্দ্র প্রতি তরঙ্গেতে
করিত তাহার জলে সদা বিচরণ।

ভবরূপ পারাবারে নাম সম যার—
ভাসিত তরণি চয় দিবস নিশিতে;
গোলোকে বিরজা যথা উত্তরি জাহ্নবী
গোলোক সমান পুরী ত্রিবেণী পশিতে।

পূতচেতা, তীর্থগামী, মানব সকলে—
পবিত্র সঙ্গমে যারা পূত নিরন্তর।
নিশান নয়নানন্দ, মৃদুল পবনে,
পত পত শব্দে কিবা উড়িত সুন্দর!

ত্রিবেণীর অধিষ্ঠাত্রী দেবীর অঞ্চল
—অমূল্য হীরক মণি মুকুতা খচিত—
উড়িছে ভাবিয়া মনে দেবতা নিচয়
ধরি নরদেহ যেন চাহিয়া থাকিত।

রূপসীর উরশোভা মাল্যের আকার,
শোভিত কুসুম দাম বিবিধ বরণ
আতসী, অপরাজিতা, পদ্ম শতদল,
গোলাপ, সুগন্ধ বেল, পলাশ, রঙ্গন।

শোভিত মরাল দল তা সবার মাঝে,
বিশুদ্ধ ধবল রূপ, সুযশ সমান ;
মুকুতা-মালায় যেন বিশুদ্ধ, উজ্জ্বল,
শোভিত রতনাবলী মহা তেজস্মান।

সমুখে সুন্দর ঘাট বিশাই রচিত,
শতেক সোপানে যাহা সুগম্য সবার ;
স্বরগের সিঁড়ি যেন জীব ত্রাণ তরে
সুবিধি বিধির বিধি অহো চমৎকার !

সায়াহ্ন মধ্যাহ্ন প্রাতে যেখানে নিয়ত
গৃহী, বানপ্রস্থ, যোগী, সন্ন্যাসী, বৈরাগী,
স্বদেশী, বিদেশী, তীর্থ ফল অভিলাষী,
রমণী পুরুষ, সবে শুভফল ভাগী,

স্নান করি ইষ্ট দেবে করিত পূজন
সরল প্রফুল্লচিতে, রাগ দ্বেষ হীন ;
নামিত উঠিত কেহ কেহ বস্ত্রাঞ্চলে
অসিক্ত করিত গাত্র, সদ্য পাপ ক্ষীণ।

পীনোন্নত পয়োধরা যুবতীরো হৃদে
কাম কুটিলতা সেথা পায় কি দুয়ার ;
আপনি স্মরারী যথা সদা বর্ত্তমান ?
মুণ্ডিত শ্রীফল তলে যায় কত বার ?

প্রহরীর রবে যথা তস্কর দুর্ম্মতি,
উচ্চ স্তবপাঠে কারো, গগন পরশি,
সঙ্কুচিত চিত্ত সদা পাপ দুরাচার
পলাইত দূরে যেন ভয়ে মুখমসী।

ভিক্ষুকের বেশে যেন দেবতা নিচয়,
সাধুর সরল দান করিয়া গ্রহণ,
দাতা প্রতিগ্রহীতারে করিতে পবিত্র,
বসিয়া থাকিত তথা পাতিয়া বসন ।

কোথায় বা কৃতকর্ম্মা মানব নিচয়,
কলা, মূলা, মিষ্ট দ্রব্য, আতপ তণ্ডুলে,
করিত তর্পণ শ্রাদ্ধ পিতৃগণোদ্দেশে,
তিল কুশা যব আদি সু-অগস্তি ফুলে ।

চতুর বায়সগণ থাকিয়া থাকিয়া
চকিতে শ্রাদ্ধের দ্রব্য করিত হরণ ;
শশব্যস্ত পুরোহিত তাদের জ্বালায়
করিত অপূর্ণ মন্ত্র পুনঃ উচ্চারণ ।

উপসংহার

কোথা সেই শোভা আজ অমর দুর্লভ !
কোথা সেই সৌধরাজি, মানব-বিভব !
কোথা সেই পুণ্যবান ধার্ম্মিকের দল !
কোথা সেই বেদধ্বনি শাস্ত্র-কোলাহল !
কোথা সে নন্দন-শোভা কুসুম-কানন,
দ্বিজকুল-কলরব কোকিল-কুজন !
পশিয়াছে পাপ-স্রোত তীর্থের মাঝার ;
করিয়াছে স্বর্গভূমি নরক আকার ।
শঠতা কুটিল চক্ষু, লোভ ভয়ঙ্কর,
দুর্নিবার লম্পটতা সুরা-অনুচর,
দিবা নিশি দলে বলে করিছে ভ্রমণ ;
অশান্তি আপদ সদা জুটেছে এখন ।
তাই বুঝি ভাগীরথি ! ভাবি অনুদিন
হইয়াছ শীর্ণ দেহ বদন মলিন ।
গিয়াছে ভগিনী দুটী ছাড়িয়া তোমায়,
রেখামাত্র পড়ে আছ ধরণীর গায় ।
কিছু দিন পরে বুঝি থাকিবে না আর ।
কি দশা হইবে হায়, মানব সবার !

কালের হৃদয় বিধি পাষাণে গড়েছে ;
তাই আজ ত্রিবেণীর এ দশা হয়েছে।
বিধাতা রে বল মোরে হয়ে অনুকূল,
সম্পদ সদা কি তোর নয়নের শূল ?
চিরদিন কারো কভু সম নাহি যায়
বুঝিয়া করিবে লোক মনে যা যুয়ায়।

বন্ধুর পত্র

প্রিয়তম ! অনুমান দ্বিতীয় প্রহর
শারদীয় খরতর, প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-কর,
আবরিয়া ক্ষণে ক্ষণে বারিদ নিকর,
ঘন ঘন হুহুঙ্কার, দিইতেছে বারম্বার,
নিবারিতে সুভীষণ রবির কিরণ ;
বঙ্গের অমূল্য ধন, রক্ষিতে ধানের বন,
শীতল ছায়ায় রঞ্জি সুশ্যাম বরণ।
অনাহারে শঙ্খচিল, ভ্রমিয়া সরসী বিল,
ক্ষুধায় কাতর প্রাণ করিছে রোদন ;
হতাশে শুকায়প্রাণ,—কে করিবে অন্নদান—
ভাবিয়া অনাথনাথে করিছে স্মরণ।

সুমন্দ দক্ষিণানিল, চুম্বিয়া সাগর নীল,
কৌমুদী কমলবন ফুলের বাগান,
তুষিছে জগৎ প্রাণ, সুসৌরভ করি দান ;
সুবাসিত পরিমলে প্রিয় হিন্দুস্থান।
বায়ু যেন এই ছলে, নশ্বর মানব দলে
—সুধাময় নীতিগর্ভ সাধু উপদেশ—
কহিছে অস্ফুট স্বরে, প্রান্তর, নগর, চরে,
অখিল মঙ্গলালয় ঈশ্বর আদেশ।
সরল সাধুর মনে, যার চিত সযতনে,
ডুবদেয় নীতিগর্ভ জ্ঞানের সাগরে,
এইরূপে তার যশ, পূরাইয়া দিগ্ দশ,
লয়ে যাই শত সভ্য দেশদেশান্তরে।
নাহি রোদ নাহি বৃষ্টি, নীরব জগৎ সৃষ্টি,
শান্তির প্রভুত্ব নিত্য করিছে প্রচার।
সুচারু বাঁশের ঝাড়ে, শ্যামল পল্লব আড়ে,
নীরবে বিহগ কুল করিছে বিহার।
কেবল গাছের ডালে, ঘুঘু বসি পালে পালে,
প্রিয়ার অধর চুম্বি শীতল ছায়ায়
জাহ্নবী-জীবন-সম, সুনির্ম্মল মনোরম,
প্রণয়-সাগর-নীরে, প্রফুল্লিত কায়,
নাশিতে রবির তাপ, নিয়ত দিতেছে ঝাঁপ,
দাম্পত্য সুখের ঢেউ বিস্তারি গগনে ;

পবনে নির্ভর করি, ঘুঘু শব্দে কর্ণ ভরি,
মোহিছে জগৎ প্রাণ ঈশগুণ গানে।
তাহার বিষম স্বরে, প্রাণ উড়ু উড়ু করে,
বিরহিণী রমণীর অস্থির অন্তর ;
পতির মোহন রূপ, স্মরিয়া রসের কূপ,
তিতিল নয়ন জলে যুগ্ম পয়োধর।
বিষাদ নিবিড় মেঘে, আচ্ছাদিল ভীম বেগে,
ছুটিল অনল শিখা নাসার নিশ্বাসে ;
ফুল্ল অরবিন্দ সম, মনোহর সুবঙ্কিম,
ভাসিল যুগল আঁখি বিচ্ছেদ-সরসে।
অনুচ্চ অস্ফূট স্বরে, ছাতারিয়া রব ক'রে,
পিপীড়া-পতঙ্গ-কীট করিছে ভক্ষণ ;
শীতল গাছের ডালে, গৃহীর ঘরের চালে,
করিছে সানন্দ চিতে মধ্যাহ্ন যাপন।
বিদারি শ্রবণতল, বায়ু-ব্যোম-ভূমণ্ডল,
দয়েল দিতেছে শিশ অতি চমৎকার !
সর্ব্বত্যাগী যোগীবর, চিত যার স্বতন্তর,
তারো হয় হৃদয়েতে সুখের বিকার।
ভ্রমর তুলিছে স্বর, সুখে ধরা ভরপূর,
যেন যে অমর পুরী নেমেছে ভূতলে !
স্নানাহার সমাপিয়ে, সুখদ শয়নে শুয়ে,
ভাবিতেছি স্বভাবের শোভা কুতূহলে ;

জ্বালা কি যন্ত্রণা কিছু, নাহি ছিল মোর পিছু,
হেন বুঝি সুখময় শৈশব সময়,
হরিতে হৃদয়-ভার,—যৌবনের অধিকার—
পুনঃ আসি হৃদাকাশে হইল উদয়।
কিন্তু যা হয়েছে গত, সে কি হয় প্রত্যাগত?
এ কথন একবার ভুলেও ভেবনা।
তবে যে দেখিছ ভ্রাতঃ, সুখময় আপাততঃ,
সে কেবল আগন্তুক প্রলয় সূচনা।
যৌবনে নরের মন, সচঞ্চল সর্ব্বক্ষণ,
চিন্তার সাগর মাঝে ভাসিছে নিয়ত;
উঠিলে স্মৃতির ঝড়, তনু করে ধড়ফড়,
বিরহ তরঙ্গাঘাতে হইয়া আহত।
অসার খলু সংসার, বোধ হয় ধূমাকার;
বিষাদ-আবর্ত্ত-হ্রদে হইয়া নিহিত,
বন্ধুর মোহন রূপ, বনিতা রসের কূপ,
ক্রমে ক্রমে চিত্ত-পটে দেখি সমুদিত।
জননীর প্রিয় ভাষ, সন্তানের সুধা হাস,
জনকের নীতিগর্ভ মধুর বচন,
সুখময় স্নেহ-ভরা, সহোদর সহোদরা,
মনে পড়ে, মাতৃদেশ, প্রিয় পরিজন।
স্মরিয়া তোমার স্বর, চন্দ্রানন মনোহর,
বিরহ-ব্যাধের শরে হইয়া ব্যথিত,

মনোময় মৃগ বরে, সদা ছটফট করে,
বিষাদ বাগুরা মাঝে হইয়া জড়িত।
মনে করি পাখী হই, এখনি উড়িয়া যাই,
মনোসাধে হেরি গিয়া আনন্দ-কানন;
কিম্বা মেলি বায়ু সনে, সুখময় নিকেতনে,
তোমার সুখের ঘ্রাণ করিতে গ্রহণ।
পান করি সুশীতল, মঙ্গল ভাবের জল,
মিটাইব জীবনের বিরহ-পিপাসা;
তব গুণগান করি, হৃদয়ে আনন্দ ভরি,
পূরাইব রসনার অন্তরের আশা।
কিন্তু মনে দেখ ভাবি, ভূত-বর্ত্তমান-ভাবী,
ধরাতলে ধনের প্রভুত্ব সর্ব্ব ঠাঁই,
ধন ধান্য যতদিন, শিবতুল্য তত দিন,
আমির ওমরা তারে ভেটয়ে সদাই।
যে গরিব ধনহীন, চিরদিন পরাধীন,
উরজ আত্মজো তারে করে হেয় জ্ঞান;
সাধিতে পরের মন, সদা চিত্ত উচাটন,
কোথায় কাহারো কাছে নাহিক সম্মান।
পেটের ভাতের তরে, কত না যে সহ্য করে,
লাঞ্ছনা গঞ্জনা তার অঙ্গের ভূষণ;
নয়নের উষ্ণ নীরে, হৃদয় প্লাবিত করে,
অন্তর-অনলে সদা দগ্ধ করে মন।

শৈশব কুসুম

ভীষণ সুন্দর বন, সুখময় নিকেতন
শার্দ্দুল কেশরী সাথে ভোজন তাহার,
যুদ্ধভূমি মরুস্থল, উত্তুঙ্গ-সাগর-জল,
করিতে পারে না তার হৃদয় বিকার।
সুদীর্ঘ পার্ব্বত্য দম্ভে, মেদিনী-সাগর-গর্ভে
বিহরে নিয়ত সুখে নির্ভয় হৃদয়;
মরণের শঙ্কা নাই, যথায় তথায় ঠাঁই,
প্রবাসে স্ববাস তার বিচ্ছেদে প্রণয়।
সুনির্ম্মল জলনিধি, যে পোড়া বিধির বিধি
জীবনে লবণ সৃজি, হৃদয়ে অনল,
উগারিয়া দাবানল, পোড়ায় কানন তল,
সৃজিল প্রণয়ামৃতে সেই ত গরল।
হায়! প্রিয় কব কারে, দুখের নয়নাসারে,
প্লাবিত করিছে ধরা রজনী বাসর
কিছুই সঙ্গতি নাই, সময় শকতি ভাই,
গিয়া হেরি সুখে তব মুখ-সুধাকর।
অতএব করে ধরি, যতনে মিনতি করি,
চিয়াও আলস্য ঘুমে মানস তোমার,
লেখনীর নায়ে চড়ি, সুসংবাদ-দাঁড় ধরি,
কর মোরে চিন্তারূপ সাগরের পার।
ভুলে আছ অনায়াসে, যেন কভু মোর পাশে,
নাহিক তোমার কিছু সম্বন্ধ সুবাদ;

কৃপণতা পরিহরি, অভাগারে কৃপা করি,
সুখী কর দিয়া তব শুভ সুসংবাদ।
অন্তর সরল যার, না হয় বিকার তরে,
বিতরিতে বহুমূল্য রত্ন, অলঙ্কার;
গৃহলক্ষ্মী লোকে দিয়া, পাষাণে বান্ধিয়া হিয়া
জলধি! অদ্ভুত কীর্ত্তি করেছ প্রচার।
পার্থিব নশ্বর ধন, বিতরিলে অনুক্ষণ
বটে বটে হয় শীঘ্র তাহার ব্যত্যয়;
ধর্ম্ম জ্ঞান বিদ্যা ব্যয়, করিলে না হয় ক্ষয়
যতই করিবে দান বাড়িবে নিশ্চয়।
বিশ্বপতি সুরেশ্বর, কত যে বিস্ময়কর
সৃজেছেন শত বস্তু, কে বলিতে পারে?
জলধি মাঝারে বাস, পুরুভুজে পরকাশ
প্রত্যক্ষ প্রমাণ তার, খ্যাত এ সংসারে।
দিও দিও সমাচার, কমিবে না সুখ ভার,
ইথে তব হইয়াছে সংশয় বিষম;
যে যাহার ভাগীদার, তা হতে বঞ্চিলে তার
কুচিন্তা-অনলে মাত্র পোড়ায় মরম।

সমাপ্ত।